NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আজ ৩ মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উপলক্ষে বিশেষ

শেষ টেস্টে ব্যর্থ হলেই পাটিদারের জন্য দরজা বন্ধ ৮

কলকাতা ৩ মার্চ ২০২৪ ১৯ ফাল্গুন ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 3.3.2024, Vol.17, Issue No. 261, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

মোদির সঙ্গে একান্তে বৈঠক শুভেন্দু ও সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-কে পাখির চোখ করে শুক্রবার থেকেই রাজ্যে প্রচার কর্মসূচি শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার তাঁর প্রচার কর্মসূচি ছিল নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। সেখানেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে নিয়ে আলাদা বৈঠক করতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীকে। গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, এদিন কৃষ্ণনগরের সভার পরেই দু-জনকে আলাদা করে ডেকে নেন মোদি। এরপর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ১৬ মিনিট ধরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় সুকান্ত এবং শুভেন্দুর। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে দলের প্রস্তুতি এবং প্রচারের কৌশল ঠিক করে দিতেই নমোর সঙ্গে এই বৈঠক রাজ্য বিজেপির দুই শীর্ষ নেতৃত্বের বলে খবর। এদিনের এই বৈঠকের পর রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, রাজ্য সরকারের একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয় মোদির সামনে। রাজ্যের একাধিক আমলা পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন বলেও প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে নালিশ জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি, লোকসভার আগে কীরকম প্রস্তুতি চলছে সেই নিয়েও কথা হয় এই বৈঠকে। বিজেপি সূত্রে খবর, রাজ্য বিজেপির সভার আয়োজন দেখে খুশি হয়েছেন মোদি। আগামী দিনেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করলে এবার বাংলা থেকে আরও ফল আশা করতে পারে বিজেপি। সেই ধারণা উঠে এসেছে এই বৈঠক থেকে। বৈঠকের পর মোদি নিজে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'শুভেন্দু অধিকারী এবং ডঃ সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের সুশাসনের কর্মসূচি কীভাবে আরও ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে যেসব বিজেপি কার্যকর্তা লড়ছেন তাঁদের প্রত্যেকের সাহস, আবেগ ও লড়াইকে আমি কুর্নিশ জানাই। সমবেতভাবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের জন্য এক উন্নততর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবো।'

বঙ্গসফরের শেষদিনে ৪২ আসনেই জেতার প্রতিশ্রুতি চাইলেন মোদি

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

২ দিনের বঙ্গ সফরে লোকসভা ভোটের জোরদার প্রচার সেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার আরামবাগের পর আজ কৃষ্ণনগরে 'ইসবার ৪০০ পার'-এর মন্ত্র বাংলার জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন তিনি। এমনকী বাংলায় ৪২ আসনেই জেতার প্রতিশ্রুতিও চাইলেন।

শনিবার কলকাতা থেকে সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ হেলিকপ্টারে কৃষ্ণনগরের উদ্দেশে রওনা দেন। সেখানে পৌঁছে সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত একটি সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেন। একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন তিনি। সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনের পরে হুড খোলা গাড়িতে কৃষ্ণনগর কলেজ মাঠে বিজেপির সভায় যোগ দিতে যান। সভায় এসেই 'হরেকৃষ্ণ' বলে বক্তৃতা শুরু করেন তিনি। মোদি বলেন, 'সকলের আশীর্বাদ পেয়ে আমি ধন্য।'

সভা মঞ্চ থেকেই রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাঙালিদের গরিব বানিয়ে রাখতে চায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প নিজের নামে চালাতে চাইছে তৃণমূল বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সমালোচনা করে, প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখানে পুলিশ নয়, দুষ্কৃতীরা সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন কিভাবে চলবে।' বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এবার লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ সরকার ৪০০ সিট অতিক্রম করবে। গোটা দেশজুড়ে ২২ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে। এ রাজ্যে বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে পেট্রোলিয়াম প্রজেক্ট গুলি আরো মজবুত হবে। রাজ্যে চাকরি এবং রোজগার বাড়ার পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রেও আরব বিকাশ ঘটবে।'

এরপরই তৃণমূলকে লাগাতার আক্রমণ শানান মোদি। বলেন, তৃণমূলের শাসনকালে কাঁদছে মা-মাটি মানুষ। সন্দেশখালি প্রসঙ্গ তুলে বললেন, মহিলারা দুর্গা রূপে রুখে দাঁড়িয়েছিলন। বিজেপির চাপে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে মোদি বলেন, 'এখানে যে ভাবে তৃণমূল সরকার চলছে, তাতে মানুষ নিরাশ হয়ে গিয়েছে। বার বার তৃণমূল সরকারকে ফিরিয়ে এনেছে মানুষ। কিন্তু অত্যাচার এবং দুর্নীতির অপর নাম হয়ে গিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল বাংলার মানুষকে গরিব করে রেখে দিতে চায়।'

কল্যাণী এমস তৈরির কৃতিত্বও নিলেন মোদি। বাংলার জন্য 'গ্যারান্টিপূরণ' হয়েছে বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, কল্যাণী এমস উদ্বোধন যাতে না হয়, তার চেষ্টা করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের তোলাবাজ এবং মাফিয়ারা টাকা খাওয়ার চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর। বিজেপির শাসনকালে রাজ্যে অনেক মেডিক্যাল কলেজ খুলেছে বলেও মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী। আরামবাগের পর কৃষ্ণনগরের জনসভাতেও মোদির মুখে উঠে এল সন্দেশখালির প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, 'তৃণমূল মা, মাটি, মানুষের কথা বলে মা-বোনেদের ভোট পেয়েছে। কিন্তু এখন মা, মাটি, মানুষ তৃণমূলের কুশাসনে কাঁদছে। সন্দেশখালির মানুষ বিচার চেয়ে গিয়েছে। কিন্তু সরকার তাঁদের কথা শোনেনি। রাজ্য সরকার চাইত না যে সন্দেশখালির মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হোক। বিজেপির প্রতিবাদ দেখে ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার।' মোদি বলেন, 'মহিলাদের সুরক্ষার জন্য হেল্পলাইন নম্বর তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সরকার তা নিয়ে কিছু ভাবছে না। উজ্জ্বলা গ্যাস নিয়েও মানুষ যে লাভ পেতে পারে, সে কথাও ভাবছে না সরকার। মানুষের জন্য তৈরি প্রকল্পতেও তৃণমূল তোলাবাজদের ঢোকাতে চাইছে।' ১০০ দিনের কাজ নিয়ে তৃণমূলকে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, '১০০ দিনের কাজে ২৫ লক্ষ ভুয়ো জবকার্ড তৈরি হয়েছে। যারা জন্ম নেইনি, তাদের নামেও জবকার্ড দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের তোলাবাজরা গরিবের টাকা নিয়ে নিয়েছে। তৃণমূল সরকার সব প্রকল্পেই দুর্নীতি করে।'

কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে রেশনকাণ্ড নিয়েও তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ মোদির। তৃণমূলের বিরুদ্ধে রেশন বন্টনে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'মানুষের রেশন নিয়েও দুর্নীতি করেছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার। বাংলায় 'স্কিমকে স্ক্যাম' বানিয়েছে তৃণমূল।' তাঁর মন্তব্য, 'তৃণমূলের অর্থ, 'তুমি, আমি আর দুর্নীতি'।'

সবশেষে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের আগামী ১০০ দিনের জন্য দায়িত্ব বেঁধে দিলেন মোদি। তিনি বলেন, 'আপনারা আগামী ১০০ দিন গ্রামে গ্রামে যান। গ্রামের সকলকে আমার প্রণাম জানান'।

ব্রিগেডের পরই জেলায় জেলায় মেগা জনসভা করবেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে জোরকদমে ঝাঁপাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল। আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেড ময়দানে 'জনগর্জন সভা' দিয়ে তা শুরু করছে। সেই সভায় মূল বক্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ব্রিগেড থেকে লোকসভা ভোটের জন্য সর্বশক্তি সঞ্চয় করে নেওয়া লক্ষ্য ঘাসফুল শিবিরের। আর ব্রিগেডের পর পাঁচ পাঁচটি মেগা জনসভা করবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে সেই সভার সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

১০ তারিখ ব্রিগেডের পর ১৪ তারিখ থেকে জেলা সফর শুরু করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন তিনি জলপাইগুড়িতে সভা করবেন বলে খবর। এর পর ১৬ তারিখ পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে সভা সেরে ফের অভিষেক যাবেন উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে জনসভা করবেন ১৮ মার্চ। সেখান থেকে ফের দক্ষিণবঙ্গে ভোটপ্রচার করবেন অভিষেক। ২০ তারিখ বসিরহাট এবং ২২ তারিখ পূর্ব বর্ধমানে জনসভা।

সম্প্রতি সন্দেশখালি ইস্যু গোটা রাজ্যে তোলপাড় ফেলে দেওয়ার পর এই জায়গায় অভিষেকের জনসভা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বসিরহাটের বর্তমান সাংসদ অভিনেত্রী নুসরত। তবে আসন্ন নির্বাচনে তিনি ফের প্রার্থী হবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট হয়। অন্যদিকে, ২২ তারিখ পূর্ব বর্ধমানে সভা রয়েছে তাঁর। সেখানকার দুটি লোকসভা কেন্দ্রই উনিশে গেরুয়া শিবিরের দখলে গিয়েছিল। পরে বর্ধমান পূর্বের সাংসদ সুনীল মণ্ডল তৃণমূলে ফেরেন। ফলে এই এলাকায় তাঁর সভা গুরুত্বপূর্ণ বলাই বাহুল্য।

লোকসভা নির্বাচনে ১৯৫ জনের প্রথম প্রার্থী তালিকা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ: লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর জন্য প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। শনিবারবিকেলে ১৯৫ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হল। যার মধ্যে রয়েছে বাংলার ২০ জনের নাম। বিজেপির প্রথম প্রার্থী তালিকায় জায়গা পেয়েছেন ৩৪ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং লোকসভার ও কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষও। বারাণসী কেন্দ্র থেকেই ফের প্রার্থী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে প্রথম তালিকায় ১৮০ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিল বিজেপি। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছিল, ভোটের সূচি ঘোষণার ১১ দিন পর, ২১ মার্চ। বিজেপি নেতা বিনোদ তাওড়ে বলেছেন, 'সাম্প্রতিক অতীতে, রাজ্যের জনমত সমীক্ষার পর কেন্দ্রের কাছে নাম পাঠানো হয়েছিল। সেই নামগুলি নিয়ে আলোচনার পর, ১৬টি রাজ্য ও ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১৯৫টি আসনের প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে।'

বিজেপির প্রথম প্রার্থী তালিকায় জোর দেওয়া রয়েছে মহিলা ও যুবদের উপর। ১৯৫ জনের তালিকায় নাম রয়েছে ২৮ জন মহিলা এবং ৪৭ জন যুব নেতার। তপসিলি জাতির প্রার্থী হয়েছেন ২৭ জন, তপসিলি উপজাতির ২৫ জন, ওবিসি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ৫৭ জন। সবথেকে বেশি প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে উত্তর প্রদেশের ৫১ জনের। এরপর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ২০ জনের নাম। এছাড়া, গুজরাতের ১৫ জন, রাজস্থানের ১৫ জন, কেরলের ১২ জন, তেলঙ্গানা ৯ জন, ঝাড়খণ্ড ১১ জন, ছত্তিশগড়ের ১১ জন, দিল্লির ৫ জন, জম্মু-কাশ্মীরের ২ জন এবং ত্রিপুরা, গোয়া ও আন্দামান নিকোবর থেকে ১ জন করে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের দুটি আসন থেকে ফের প্রার্থী করা হয়েছে কিরণ রিজিজু এবং তাপির গাওকে। নয়া দিল্লি থেকে প্রার্থী হয়েছেন বাঁসুরি স্বরাজ, কমলজিৎ শেরাওয়াত, রামবীর সিং বিধুরি, প্রবীণ খান্ডেলওয়াল এবং মনোজ তিওয়ারিকে। বাঁসুরি স্বরাজ, প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মেয়ে। বিষ্ণুপদ রায় প্রার্থী হয়েছেন আন্দামান ও নিকোবর থেকে। ডিব্রুগড় থেকে প্রার্থী হচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। গান্ধীনগরের বিজেপি প্রার্থী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। লখনউয়ের বিজেপি প্রার্থী রাজনাথ সিং। এছাড়া, পোরবন্দর থেকে মনসুখ মান্ডব্য, গুনা থেকে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, বিকানের থেকে অর্জুন রাম মেঘাওয়াল, যোধপুর থেকে গজেন্দ্র শেখাওয়াত, সেকেন্দরাবাদ থেকে জি কিষাণ রেডডি, মথুরা থেকে হেমা মালিনী, খেরি থেকে অজয় মিশ্র টেনি, আমেঠি থেকে স্মৃতি ইরানি, ফতেপুর থেকে সাধ্বী নিরঞ্জন। কোটা থেকেং প্রার্থী হয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। মধ্য প্রদেশের বিদিশা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে।

এবারের বঙ্গ সফরে ২২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করলেন মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে ২২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার আরামবাগের পর শনিবার কৃষ্ণনগরের সরকারি অনুষ্ঠান থেকে মোট ২২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কথা বলেছেন তিনি। উল্লেখ্য, শনিবার মোট ১৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মোদি। তার মধ্যে আছে, ফরাক্কা থেকে রায়গঞ্জ ৪ লেন রাস্তা, আজিমগঞ্জ-মুর্শিদাবাদ নতুন রেললাইন, মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় ইউনিট, রামপুরহাট-মুরারই থার্ড লাইন। ফরাক্কা-রায়গঞ্জের রাস্তা তৈরি হওয়ার পরে ৪ ঘণ্টার রাস্তা মাত্র ২ ঘণ্টায় পাড়ি দেওয়া যাবে বলেই আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী। শনিবার কৃষ্ণনগরের সরকারি অনুষ্ঠানে মোদি বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই পিছিয়ে দিল বাংলা। সেই ব্যবধান গত ১০ বছরে অনেকটাই কমিয়েছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আরামবাগ থেকে ৭ হাজার কোটির প্রকল্পের শিলান্যাস করেছি। আজ ১৫ হাজার কোটির প্রকল্পের উদ্বোধন করলাম মানুষের উন্নতিতে। বাংলার ভাইবোনের জীবনকে সহজ করবে এই প্রকল্প। এর ফলে রোজগারের নতুন পথও খুলে যাবে।'

সুদীপের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তাপস

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনতে শোনা গেল তৃণমূল নেতা তাপস রায়কে। সম্প্রতি তাপসের বাড়িতে ইডি হানা দিয়েছিল। বিধায়কের দাবি, তাঁর বাড়িতে ইডির হানার নেপথ্যে হাত রয়েছে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর বাড়িতে ইডির টিম হানা দেওয়ায় নাকি উল্লাস করেছিলেন সুদীপ, এমনও বিস্ফোরক অভিযোগ তুলতে দেখা যায় তাপস রায়কে। এই প্রসঙ্গে তাপস স্পষ্ট জানান, 'আমাকে দলের সকলেই বলেছেন। সর্বস্তরের নেতা, সাংসদ, বিধায়করা বলেছিলেন, এটা ওঁরই কাজ। আমার বাড়িতে ১২তারিখ ইডি ঢোকে। তার আগে ২, ৪, ৭, এই তিনদিন ওঁর বাড়িতে আলোচনাও করেছিল, সে কথাও আমাকে এসে অনেকে বলে গিয়েছেন।' প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধেতেই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান কুণাল ঘোষ। সুদীপকে 'মোদি-ভক্ত' বলেও কটাক্ষ করেন। এরপরই তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলতে দেখা যায় উত্তর কলকাতার অপর দুঁদে তৃণমূল নেতা তথা বরাহনগরের বিধায়ক তাপস রায়কে। উত্তর কলকাতায় তাপস ও সুদীপের এই দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। অতীতেও বিভিন্ন সময়ে তৃণমূলের এই দুই প্রথম সারির নেতার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি ধরা পড়েছে। এরপর শুক্রবার সন্ধেয় বিজেপির সঙ্গে আঁতাতের তত্ত্ব উস্কে দেন কুণাল। তা নিয়েও তাপস বলেন, 'সেটা না হলে ওঁর মুশকিলও আছে। রোজভ্যালিতে কীসব কেস-টেস আছে না। এদিকে চাঁদের হাট সাজিয়ে মাঝে মাঝে গর্ব করে বলে, ওঁর সঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে সখ্যতার কথা।' তাপস রায় বর্তমানে বরাহনগরের বিধায়ক হলেও, উত্তর কলকাতার রাজনীতির আঙিনায় তিনি অতি পরিচিত। শুক্রবার কুণাল-সুদীপের বিরুদ্ধে মুখ খুলতেই ফের উত্তর কলকাতার দলীয় সাংসদের বিরুদ্ধে সরব তাপস।

নীরব থাকতে চান ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুণাল ঘোষ এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বৈরথ' প্রসঙ্গে মুখ খুলতে চাইলেন না রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। জানালেন, এ বিষয়ে তিনি কিছু বললে 'বিস্ফোরণ' হতে পারে। তাই তিনি কিছু বলতে চান না। শনিবার দুপুরে কলকাতা পুরসভার টক টু মেয়র কর্মসূচিতে ছিলেন ফিরহাদ। ওই কর্মসূচির শেষে কুণাল-সুদীপ বিতর্ক নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে ফিরহাদ বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছু বলব না। আমি বললে আবার বিস্ফোরণ হবে। কুণাল কী বলেছেন, আমি কিছুই শুনিনি। যদি কিছু শুনি, তখনই বলতে পারব।'

আজ রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জামিন অযোগ্য মামলাই এখন চিন্তার কারণ নির্বাচন কমিশনের। আজ রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। কমিশন সূত্রে খবর, আজ রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কলকাতায় আসছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। তাঁর সঙ্গেই আসছেন ইসি, ডেপুটি ইসি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সদস-সহ মোট ১৪ জন সদস্য। তবে, রাজীব কুমার বাদে বাকি টিম দুটো ভাগে তিন তারিখ দুপুর আড়াইটে থেকে চারটের সময় কলকাতায় আসবে বলে জানা গিয়েছে কমিশন সূত্রে। সেক্ষেত্রে এদিনের বৈঠক রাজীব কুমারের অনুপস্থিতিতেই হতে পারে। তবে, পরের দিনের বৈঠকের সময়সূচি অপরিবর্তিত আছে বলেই সূত্রের খবর। এই পরিস্থিতিতে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা চিন্তায় ফেলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর এবং রাজ্য প্রশাসনকে। তার কারণ, এক সপ্তাহ আগেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবকে নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসার আগে যেন অতি অবশ্যই জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে শূন্যতে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই মোতাবেক গত সপ্তাহের শুক্রবার রাজ্যের সব জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং নোডাল অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে উক্ত নির্দেশকে কার্যকর করতে বলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। যে মুহূর্তে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তখন সংখ্যাটা ছিল লক্ষাধিক যা এই মুহূর্তে ৪৬ হাজারের কাছাকাছি। কমিশন সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত এক্সিকিউটেড জামিন অযোগ্য মামলার সংখ্যা ৭৩ হাজার ৩৬৬। এদিকে, শুক্রবারই রাজ্যে চলে এসেছে ২৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটারদের মধ্যে ভয় দূর করতে এবং সুষ্ঠু, অবাধ নির্বাচন করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, জামিন অযোগ্য ধারায় মামলার সংখ্যা কমানোর বিষয় নিয়ে রাজ্য পুলিশ যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নিচ্ছে। যাতে ভোটাররা ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট দিতে পারেন। এখন দেখার বিষয় একটাই লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগে থেকে এত পদক্ষেপ নিয়ে কতটা সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন করাতে সক্ষম হয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

ভুয়ো জব কার্ড ইস্যুতে মোদির খোঁচার জবাব দিল তৃণমূল কং

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজ নিয়ে গত কয়েক মাস যাবৎ বারবার সরব হতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। এমনকী, আন্দোলনের পথেও নামতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ১০০দিনের কাজকেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে বাংলার শাসকদল। এদিকে শনিবার, কৃষ্ণনগরের সভা থেকে একশো দিনের কাজের প্রকল্পকে নিয়ে সরকারকে খোঁচা দিতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। প্রত্যুত্তরে মোদি 'মিথ্যাচার' করছেন বলে পালটা আক্রমণে গেল তৃণমূল কংগ্রেস।

প্রসঙ্গত, একশো দিনের প্রকল্পে রাজ্যে লাখ লাখ ভুয়ো জব কার্ড তৈরি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মোদি। কৃষ্ণনগর থেকে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তাতে উঠে আসে এই প্রকল্পে দুর্নীতির প্রসঙ্গ। এমনকী মোদি শাসকদলকে বিদ্ধ করে এদিন এও বলেন, 'এরা চাইছে কেন্দ্র সরকারের প্রকল্পের সুবিধা কারা পাবে সেটা তৃণমূলের তোলাবাজরা ঠিক করবে। এখানে ২৫ লাখ ভুয়ো জবকার্ড আছে। যে জন্মায়নি তার নামেও কার্ড হয়েছে।'

মোদির এই ভাষণের পরেই পালটা আক্রমণের পথে হাঁটে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আপনি কৃষ্ণনগর থেকে মিথ্যা ভাষণ দিচ্ছেন। আপনারা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখিয়ে বাংলায় যাঁরা একশো দিনের কাজ করেছে, তাঁদের টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন।' ভুয়ো জব কার্ড নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সমালোচনাও করেন শশী। তিনি বলেন, 'বাংলায় নয়, সবথেকে বেশি ভুয়ো জব কার্ড হয়েছে উত্তর প্রদেশে।' সেখানে টাকা বন্ধ করে রাখা আছে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শশী পাঁজা।

আইপিএস স্তরে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএস স্তরে ছোট রদবদল করল রাজ্য সরকার। এডিজি উত্তরবঙ্গ আইপিএস অজয় কুমারকে রাজ্য পুলিশের এডিজি সদর করা হলো। এডিজি (আধুনিকীকরণ এবং সমন্বয়) রাজেশ কুমারকে রাজ্য পুলিশের এডিজি ট্রাফিক করা হলো। এডিজি সদরকে জয়রমণকে ফরেনসিক সাইন্স ল্যাবরেটরির অধিকর্তা করা হলো। শনিবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে।

একশো দিনের বকেয়া ফেরানোর কাজে গতি আনতে আরও ৭৪ কোটি বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজ প্রকল্পে কেন্দ্রের বকেয়া টাকা নিজ উদ্যোগে শ্রমিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। শুক্রবারের মধ্যেই রাজ্যের বেশিরভাগ শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পে তাদের বকেয়া টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কাজে আরো গতি আনতে আরও প্রায় ৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্যের অর্থ দপ্তর। একশো দিনের কাজের বকেয়া মেটানোয় যেন কোনওরকম অনিয়ম না হয় তা নিশ্চিত করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর। সেই মত সবার রাজ্যের ৩ হাজার ৩৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে জব কার্ড থাকা শ্রমিকদের নথিপত্র যাচাই করতে এবং তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ওই অর্থ খরচ করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এইজন্য ইতিমধ্যেই সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার কিভাবে একশো দিনের কাজের বঞ্চিত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে তা তুলে ধরতে ব্যাপক প্রচারেরও নির্দেশ দিয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই তালিকা সম্বলিত ন্যূনতম ১০০টি হোর্ডিং লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টাকা বিলি করার পর প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজের উপভোক্তাদের নিয়ে সচেতনতামূলক বৈঠক করতে বলা হয়েছে। ১ মার্চ টাকা পাওয়ার পর ২ এবং ৩রা মার্চ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এই বৈঠকগুলি করতে হবে। যেখানে রাজ্য সরকারই যে একশ দিনের কাজের বকেয়া মজুরির পুরোটা মেটাচ্ছে সেকথা তুলে ধরা হবে। এছাড়া বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদেরও এই প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসওপি-তে বলা হয়েছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের দল তৈরি করে প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের বাড়িতে প্রচারের জন্য পাঠাতে হবে। এছাড়া জেলায় জেলায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল যায়গায় একশো দিনের কাজে রাজ্যের অবদানের কথা তুলে ধরে হোর্ডিং, ব্যানার, ফ্লেক্স লাগাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাগুলিতে মাইকিং ও লিফলেট বিলি করতে হবে। বর্ণময় ট্যাবলো তৈরি করেও প্রচার করা হবে। যেদিন টাকা দেওয়া হবে রাজ্য সরকারই যে তাদের বকেয়া টাকা দিচ্ছে এই মর্মে প্রত্যেক উপভোক্তাদের কাছে এসএমএস পাঠানো হবে। এছড়া সামাজিক মাধ্যমেও এর ঢালাও প্রচার করতে জেলাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জেলা হুগলীর চন্দননগরস্থ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৩১/২০২৩

শ্রী সমিত কুমার মণ্ডল, পিতা- ঁ নিরঞ্জন কুমার মণ্ডল সাকিম-৬৬ বি, ফিরিঙ্গী ডাঙ্গা রোড, পোঃ- মল্লিক পাড়া, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী। ...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানান যাইতেছে যে, অত্র কেসের দরখাস্তকারী শ্রী সমিত কুমার মণ্ডল, পিতা- ঁ নিরঞ্জন কুমার মণ্ডল ও মাতা- ঁদীপ্তি মণ্ডল তাহার পিতা ও মাতার যৌথ নামীয় নিম্ন তপশীল বর্ণিত ডেটস্ এ্যান্ড সিকিউরিটিস্ এর সাকসেসান সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত হুজুর আদালতে অত্র কেস দায়ের করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার অত্র কেসের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের ভিতর হুজুর আদালতে হাজির হইয়া অত্র কেসে তাহার আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন অন্যথায় অত্র কেসের একতরফা শুনানি হইবে।

Schedule of Debts & Securities

Sl. No.	Name of Company	Reg Folio No.	Certificate No	No. of Share	Face Value	Amount in Rs.
1.	Axis Bank Ltd.	UTI090250209100	509100	500	@ 2 each	1000/-
2.	ICICI Bank Ltd.	1010371	00908296	100	@ 2 each	200/-
3.	ICICI Bank Ltd.	1010371	00009587	1000	@ 2 each	2000/-
4.	ICICI Bank Ltd.	0263199	64564	100 equity each share	@ 10 each	1000/-
5.	ICICI Bank Ltd.	0963199	116282	100 equity each share	@10 each	1000/-
6.	Hindusthan Liver Ltd.	HLL3707068	5287471	1510	@ 1 each	1510/-
7.	-Do-	2752419	5164790	4520	@ 1 each	4520/-

দরখাস্তকারীর পক্ষে
রঞ্জন পাল, উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
District Delegate, Chandernagore,12-07-23

NOTICE

In the Court of the District Delegate, Kharagpur Paschim Medinipur
Probate Case No. 07/2023

Tanaya Pandit ... Petitioner

Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining probate of Will executed by **Ratan Kumar Pandit** S/O - Late Gobardhan Pandit of Malancha Road, P.S - Kharagpur (Town), Dist - Paschim Medinipur in respect of property described in the schedule below. If anybody has any objection in this regard, he/she may file the same within 30 days from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

Schedule

Dist - Paschim Medinipur, Police Station - Kharagpur (Town), Mouza - Kharagpur Khasjungle, J.L. No. 142, R.S. Khatian No. 1006, R.S. Plot No. 736/1712, Area of land - 04.87 Dec, (Bastu).

By Order
Madan Mishra
Sherestadar
District Delegate, Kharagpur
Paschim Medinipur,01.03.2024.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩ রা মার্চ। ১৯ শে ফাল্গুন, রবিবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরি ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে বান্ধব এবং স্বজন আত্মীয় দ্বারা কিছু সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কাল যারা শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের পূর্ণ সম্মান প্রাপ্তির দিন গৃহ বাস্তু জমি ভূমি বিষয়, লাভ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের আনন্দের দিন দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত বিবাহের বিষয়ে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা সহযোগিতা পাওয়া যাবে ওম নমঃ শিবায় বলুন সঙ্গে চলুন।

বৃষ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ নয়। বাণিজ্যে নতুন কোন লগ্নি করা উচিত হবে না বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের শরীর খারাপ বিষয় বিশেষ চিন্তা এক ছলনাময়ী নারীর কারণে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি প্রেমে অশান্তি দাম্পত্য অশান্তির কালো মেঘ বিদ্যার্থী এবং উচ্চবিদ্যায় যারা আছেন তাদের আজকের দিনটি একটু বাঁধা পড়বে। হরিনাম করুন ঐশ্বরিক কৃপা গ্রহন করুন।

মিথুন রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ যোগাযোগ যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন সুযোগ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মিষ্টি চাহনি থাকবে আপনার দিকে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বান্ধব কূল পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গৃহ দেবতার চরণে তিনটি প্রজ্জালন করুন শুভ হবে। প্রতিবেশী দ্বারা আজ শুভ যারা NGO তে কাজ করেন তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তি দিন।

কর্কট রাশি : আজ শুভ দিন আজ প্রপার্টি সম্পত্তি বাস্তু ভূমি জমি বিষয় লাভ প্রাপ্তির দিন ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে নতুন পথ দেখা যাবে আয় বৃদ্ধির যারা শিল্পী অভিনয় করেন কলাকুশলী তাদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ কর্ম প্রার্থীদের আজ নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা পাওয়া যাবে শুধু সচেতন থাকতে হবে এক কঠিন বুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিবেশীর কারণে বাড়ির গৃহ মন্দিরে । প্রতি মাসের মঙ্গলবার মঙ্গলচণ্ডী শ্রী চণ্ডী পাঠ করুন প্রদীপ জালুন ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে

সিংহ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে পরিবারে বাকবিতণ্ডা বৃদ্ধি হবে। তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা থাকবে কোন ছলনাময়ী নারীর দ্বারা বিপদবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা কাল। সতর্ক থাকতে হবে বাণিজ্যে কোন লোক নেই করা উচিত হবে না আজ ব্যাংক ইন্সুরেন্স বা পাসপোর্ট অফিসের কাজে বাধা পড়তে পারি সম্পত্তি ভূমি জমি বাস্তু বিষয় আজ কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া শুভ হবে। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা আজ একটু ধৈর্য ধরুন নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন বাড়িতে দেবতার চরণে হলুদ নিবেদন করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কন্যা রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটানো উচিত। গ্রহণ সংস্থান অনুসারে আজকের রাহুল প্রভাব বৃদ্ধি হবে। অতি ব্যয় বৃদ্ধি হবে ক্রোধ আসবে মনে বিবাদ বিতর্ক দ্বারা সুন্দর সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে নিজেকে সংযত করলে অতীব শুভ যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কাজ করেন তাদের অতীব সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি পথ চলা উচিত শিবনাম করুন এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বলে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে হলুদ পুষ্প লাল পুষ্প নিবেদন করুন। আজকের দিনটি শুভ তবে দুজন পারিবারিক সদস্যের দ্বারা বিবাদ বিতর্ক দেখা দেবে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে অর্থপ্রাপ্তির পণ্য সম্ভাবনাময় কাল যারা তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যবসা করেন। তাদের লাভ প্রাপ্তির দিন আজ সারাদিন দুর্গা নামকরণ ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক শুভ শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা বিশেষভাবে সম্মান প্রাপ্তির দিন তবে গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নজর আপনার দিকে থাকবে। শরীরের দিকে নজর দিন পরিবারের প্রবীণ মানুষের শরীরের দিকেও নজর দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে হলুদ দান করুন বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি সম্ভব।

ধনু রাশি : আজ শুভ দিন যে বিষয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন এতদিন আজ সহজেই তা সমাধান হয়ে পড়বে গৃহ বাস্তব ভূমি জমি বিষয়ে শান্তি প্রাপ্তি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ থাকবে আজ শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর ঘট স্থাপন করুন ঐশ্বরিক কৃপা রাখতে হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে নৈরাশ্য হতাশা বৃদ্ধি হবে পরিবারের যেন গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র দেখা যাবে সতর্ক হয়ে থাকা শুভ। প্রতিবেশী যেন ঈর্ষা কাতর হয়ে পড়বে আপনার প্রতি বান্ধব বান্ধবী দ্বারা সম্মান হানির যোগ কথাবার্তায় তর্ক বিভাগের সম্ভাবনা আজ ধৈর্য ধরে শুধু কথা শোনার দিন। দেবী মা দুর্গার নামকরণ বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কুম্ভ রাশি : যারা ঠান্ডা পানীয় জল তরল পদার্থ কেমিক্যালের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা মেশিনারি লৌহ ব্যবসা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। সকালের দিকে বেলা বারোটা পর্যন্ত রাহু কাল মধ্যে বড় অর্থ লগ্নি না করা শুভ। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি বান্ধব দারা সম্মান প্রাপ্তিযোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন আর হলুদ দান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

মীন রাশি : আজ বাড়ি জমি গৃহ বাস্তু বিষয় লাভ প্রাপ্তি। সন্তানের উন্নতিতে গর্ববোধ হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি সম্ভাবনা। বাড়িতে মাছের অ্যাকোরিয়াম যেন না থাকে। আজ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন করুন বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে এবং জীবনের বহু বাধা দূর হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে সরানো হল শাহজাহানকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দল থেকে আগেই সাসপেন্ড করা হয়েছিল শাহজাহানকে। এবার অপসারণ করা হল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকেও। ঘরের সামনে থেকে খুলে ফেলা হল নামের ফলক। জেলা পরিষদ সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শেখ শাহজাহানকে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানান, তাঁর কুকর্মের জন্য দল যখন তাঁকে বহিষ্কার করেছে, সেক্ষেত্রে জেলা পরিষদের সদস্য পদ থেকেও তাঁকে বহিষ্কার করা হল। সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'অনেকদিন ধরে জেলা পরিষদের শাহজাহানের যে কাজ ছিল সেগুলো হচ্ছিল না। মানুষ পরিষেবা পাচ্ছিল না। সে কারণেই তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং গোটা প্রক্রিয়াটাই জেলা পরিষদের আইন অনুসারেই করা হয়েছে।'

যদিও বিরোধীরা এ নিয়ে কটাক্ষ করেছে শাসক দলকে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী জানান, জেলা পরিষদের পদ থেকে সরাতে গেলে যে আইন অবলম্বনের প্রয়োজন সেই প্রক্রিয়ায় সরানো হয়েছে বলে মনে হয় না। তাঁর দাবি, অস্বস্তি কাটাতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শাহজাহানকে। অন্য দিকে, বিজেপি নেতা তাপস মিত্র বলেন, 'ভোট বৈতরণী পার ও নিজেদের স্বচ্ছ প্রকাশ করতেই লোকসভা নির্বাচনের আগে ব্যাকফুটে থাকা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস শেখ শহাজাহানকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে।'

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই মিনাখাঁ থেকে গত বৃহস্পতিবার পুলিশ গ্রেপ্তার করে শাহজাহানকে। গত ৫ জানুয়ারি ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা, গাড়ি ভাঙচুর এবং লুঠপাটের নানা অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেছে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ অর্থাৎ সিআইডি।

এদিকে সন্দেশখালি এলাকায় একাধিক জায়গায় জমি দখল, জমির পাট্টা না দেওয়া, অবৈধ ভেড়ি নির্মাণ সহ একাধিক অভিযোগ জানিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গোটা ঘটনায় অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সমগ্র সন্দেশখালি। শেষে শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চাকরি জীবনের খুঁটিনাটির হদিশ নিয়ে সম্মেলন অ্যাডামাসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পড়াশোনা শেষে কীভাবে কোন সেক্টরে চাকরি পাওয়া যাবে, সে ব্যাপারে দিশা দেখাতে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ে গেল মানব সম্পদ নিয়ে এক সম্মেলন 'এনগেজ অ্যান্ড এমপাওয়ার'। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেরিয়ার ডেভলপমেন্ট সেন্টার (সিডিসি) -এর উদ্যোগে শনিবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের নামজাদা একাধিক সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা, যাঁরা বহু বছর ধরে নানা সংগঠনের মানব সম্পদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ও সফল।

আলোচনা সভায় বিশিষ্টরা তুলে ধরেন বর্তমান ও আগামী দিনের 'ট্রেন্ডিং'-এ থাকা ও থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিষয়গুলি। এছাড়াও তাঁদের আলোচনার বিষয় বস্তু হিসেবে উঠে আসে মানব সম্পদের চলতি প্রথার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন ধারার হদিস দেওয়া এবং কর্মক্ষেত্রের সাংগঠনিক বিকাশের জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন সেই দিকেও আলোকপাত করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চ্যান্সেলর প্রফেসর (ড.) সমিত রায়, ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সুরঞ্জন দাস, সিডিসি-এর ডিরেক্টর অভিজিৎ গিরি এবং অন্যান্য বিশিষ্টরা। সম্মেলনে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন রিলায়েন্স জিও ইনফোকম লিমিটেড, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস লিমিটেড-এর মতো সংগঠনের প্রখ্যাত পেশাদার কর্তারা।

ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভোট যুদ্ধে লড়তে হবে, বললেন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেডে তৃণমূলের জনগর্জন সমাবেশ। বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে এই সমাবেশের ডাক দিয়েছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। ব্রিগেডে জনগর্জন সমাবেশ সফল করার লক্ষে শনিবার সন্ধেয় ব্যারাকপুরে আয়োজিত সভায় হাজির হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, নির্বাচন সেই যুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে। সাংসদের কথায়, ৪২টি আসনেই জেতার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ৪২ টি আসনই তারা জেতার চেষ্টা করবেন। ব্যারাকপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কে হবেন, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, প্রার্থী কে হবেন ঠিক করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে প্রার্থী না করা হলেও, তিনি দলের হয়ে কাজ করবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তিনি দলের হয়ে কাজ করবেন। এদিন সাংসদ বলেন, 'শ্রমিক শ্রেণি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছেন।'

এ প্রসঙ্গে সাংসদের যুক্তি, চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি জুটমিল শ্রমিকদের জন্য ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তিতে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ হওয়ার কথা। গত ৩ ফ্রেবুয়ারি থেকে রাজ্যের সমস্ত জুটমিলে সেই চুক্তি লাগু হওয়ার কথা। সাংসদের কথায়, মালিকপক্ষ যাতে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি লাগু করে সেদিকে নজর রাখতে হবে। এদিনের সভায় হাজির ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান উত্তম দাস প্রমুখ।

কৃষ্ণনগর স্টেশনে স্টলে হাজির রাজ্যপাল, মৃৎশিল্পীদের কারুকার্য দেখে অভিভূত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কৃষ্ণননগর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ফেরার সময় কৃষ্ণনগরে স্টেশনে ঘুরে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখানে 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্টলে যান রাজ্যপাল ড. সি ভি আনন্দ বোস। সেখানে তিনি মৃৎশিল্পীদের তৈরী করা বিক্রির জন্য রাখা জিনিসপত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে যান।

কৃষ্ণনগর স্টেশনে 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পের আওতাধীন ওএসওপি স্টল 'লোকনাথ টেরাকোটা' -এর দোকানদারের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। জিজ্ঞেস করেন যে তাঁরা এত সুলভ মূল্যে কীভাবে এইসব সামগ্রী বিক্রয় করেন? এই সামগ্রী কী দিয়ে তৈরি এবং কারা করেন সে বিষয়েও খোঁজ নেন। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাজ্যপাল কিছু মৃৎ সামগ্রী কিনে নেন। তিনি এখানকার মৃৎশিল্পীদের তৈরী করা সামগ্রীর জনপ্রিয়তা বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর দেন।

পূর্ব রেলের মুখ্য গণসংযোগ আধিকারিক, কৌশিক মিত্র জানান 'আচমকাই মাননীয় রাজ্যপাল কৃষ্ণনগর স্টেশনে এসে 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্টলের ব্যাপারে খোঁজ নেন এবং নিজেই স্টলে এসে বিক্রেতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে অত্যন্ত খুশি হন।'

'আমার হাওড়ার মানুষের উপর বিশ্বাস আছে', জয় নিয়ে আত্ম বিশ্বাসী রথীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার বিকালে বিজেপির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ১৯৫টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়, যার মধ্যে হাওড়া পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র রথীন চক্রবর্তীকে হাওড়া সদর কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী মনোনীত করেছে। তাকে প্রার্থীরূপে ঘোষণার পর সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে তার জন্য শুভেচ্ছা বার্তা সহ পোস্ট করেছেন দলীয় সমর্থকেরা। পেশায় চিকিৎসক প্রার্থী নিজের জয় বিষয়ে নিশ্চিত বলেই জানান। প্রধানমন্ত্রী স্বপ্নের দেশ তৈরির ডাককে সমর্থন জানিয়ে হাওড়া সদরবাসী তাঁকে আশীর্বাদ করে লোকসভাতে নির্বাচিত করবেন, মনে করেন হাওড়া সদর বিজেপির প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। রথীন বলেন, ' রবিবার থেকেই প্রচার শুরু করে দেবো, এছাড়াও সংগঠনের কিছু কাজ রয়েছে, সেগুলো সেরে নিতে হবে। আমি আমার জয়ের বিষয়ে সম্পুর্ন নিশ্চিত। হাওড়ার মানুষের উপর বিশ্বাস আছে, তারা নরেন্দ্র মোদির দেখানো অখন্ড ও শক্তিশালী ভারত তৈরি করতে অবশ্যই আশীর্বাদ করবেন।'

এছাড়াও নিজের প্রচারের ক্ষেত্রে রথীন বলেন, ' আমরা দুর্নীতিমুক্ত বাংলা চাই, আমাদের শিল্প চলে গেছে, স্বাস্থ্য বেহাল, শিক্ষাও একই অবস্থা, সেগুলো ঠিক করতে ও কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে চালু করতে ডবল ইঞ্জিন সরকার দরকার।'

পাশাপাশি জয়ী হলে হাওড়াবাসীর জন্য যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কাজ করতে চান বলেই জানান সদর বিজেপির প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। রথীন বলেন, 'হাওড়া শিল্পমুখী শহর ছিল, যাকে কেন্দ্র করে এখানকার অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই নষ্ট হয়ে যাওয়া শিল্প ও অর্থনীতিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করাই মূল উদ্দেশ্য হবে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩ মার্চ ২০২৪ ১৯ ফাল্গুন ১৪৩০ রবিবার

গঙ্গার নীচ দিয়ে ছুটবে মেট্রো, ৬ মার্চ রাজ্যে ৩টি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। আগামী বুধবার ৬ মার্চ উদ্বোধন হবে গঙ্গার নীচ দিয়ে যাওয়া মেট্রো রেল পথের। দেশের মধ্যে প্রথমবার নদীর নীচ দিয়ে ছুটবে মেট্রো রেল। সূত্রের খবর এই মেট্রোতেই সওয়ার হতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে ওই দিনই কলকাতার আরও দুটি রুটের মেট্রো পরিষেবার সূচনাও হবে বলেই রেল মন্ত্রক সূত্রে জানা যাচ্ছে।

শুক্রবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সফর সেরে ফেরার পর, আবার তিন দিনের ব্যবধানে রাজ্যে আসছেন আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই সফরে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ময়দান মেট্রো চালু করার মাধ্যমে বর্তমান মেট্রো রুটের সঙ্গে জুড়ে যাবে হাওড়াবাসীও। উদ্বোধনের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মসূচিও থাকবে প্রধানমন্ত্রীর বলেই সূত্রের খবর। সব ঠিক থাকলে ৬ মার্চ কলকাতা থেকে হাওড়া গঙ্গার নীচ দিয়ে ছুটবে দেশের প্রথম মেট্রো। আর সেই মেট্রোতেই সওয়ার হবেন প্রধানমন্ত্রী নিজেও। একই সঙ্গে, তারাতলা-মাঝেরহাট এবং রুবি থেকে গড়িয়া মেট্রো রুটের পরিসেবার সূচনাও করবেন নরেন্দ্র মোদি ।শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নিজেই।

হুগলি নদীর নিচ দিয়ে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। ১৬.৫ কিলোমিটারের এই পথের ১০.৮ কিলোমিটার থাকছে মাটির তলায়। কাজ শুরু হয়েছিল কয়েক বছর আগে। কিছুদিন আগেই তা শেষ হয়েছে। হয়েছে চূড়ান্ত ট্রায়াল রান।

হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড ছাড়াও কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা রুবি মোড় এবং জোকা-মাঝেরহাট রুটের উদ্বোধন হবে। যদিও এই উদ্বোধন ভার্চুয়াল মাধ্যমে হবে নাকি, প্রধানমন্ত্রী কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করবেন তা এখনও চূড়ান্ত জানানো হয়নি। কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষ এই তিনটি রুটে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু করতে প্রস্তুত আছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার সফলভাবে ট্রায়াল রানও সম্পন্ন করা হয়েছে । তাই আগামী ৬ মার্চ এই তিনটি রুটের উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আগামী ৮ তারিখ বারাসতের কাছাড়ি ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার পরিবর্তে ৬ তারিখ বারাসতে বিজেপির বিজয় সংকল্প যাত্রা সম্পন্ন হবে। এতে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরেও গিয়ে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে সভায় যোগ দিতে যেতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী ৯ থেকে ১১ মার্চের মধ্যে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির মাঝামাঝি কোনও জায়গায় এই জনসভা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পরীক্ষা দিতে পারবেন না মাদ্রাসার ১২ হাজার প্রার্থী

আবেদন খারিজ ডিভিশন বেঞ্চেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরীক্ষা দিতে পারবেন না মাদ্রাসা বোর্ডের ১২ হাজার চাকরিপ্রার্থী। সিঙ্গল বেঞ্চের পর একই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও।শনিবার মামলাকারীদের আবেদন খারিজ করে দিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীরর বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ। এর আগে বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের সিঙ্গল বেঞ্চও মামলাকারীদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন।

জানা গিয়েছে, বহু আবেদনপত্রে শুধুমাত্র স্নাতকস্তরে অনার্সে ৫০ শতাংশ নম্বর উল্লেখ ছিল। উল্লেখ ছিল না পাস সাবজেক্টের নম্বর। আর তাই মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে ১২ হাজার জনের আবেদনপত্র বাতিল করে দেওয়া হয়। বোর্ডের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে এবং পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর স্পেশাল ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এমন ১২ হাজার চাকরি প্রার্থী। শনিবার সেই মামলার শুনানিতে দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আবেদনকারীদের আর্জি খারিজ করে দিল আদালত।

মাদ্রাসা বোর্ডের বক্তব্য ছিল, বিজ্ঞপ্তিতে স্নাতক স্তরে পাস এবং অনার্সে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ৫০ শতাংশ চাওয়া হয়েছে। তাই যারা শুধুমাত্র অনার্সের নম্বর দিয়েছেন, পাশের প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ করেননি আবেদনপত্রে, তাঁদের আবেদন বাতিল করা হয়েছে। মামলাকারীদের আইনজীবীর পালটা বক্তব্য, অনার্স স্নাতকে অনার্সের নম্বরই গ্রহণযোগ্য।

তাছাড়া বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি যে, যারা অনার্স স্নাতক তাদের পাস সাবজেক্টের প্রাপ্ত নম্বরও আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে। তাই তাদের আলাদা করে অন্য দিনে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু সেই যুক্তির গ্রাহ্য হল না হাই কোর্টে।

স্কুলে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, পঠনপাঠন শিকেয় ওঠায় শিক্ষামন্ত্রীর চিঠি কমিশনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়নি এখনও। এদিকে রাজ্যে ঢুকতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী । নির্বাচনের জন্য রাজ্যে আসার কথা ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর। তার মধ্যে শুক্রবার রাজ্যে এসেছে ১০০ কোম্পানি আধা সেনা। তাঁদের থাকার জন্য বন্ধ হয়েছে উত্তর কলকাতার বেথুন-সহ একাধিক স্কুলের পঠনপাঠন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি জানালেন, 'এভাবে পঠনপাঠন বন্ধ হলে প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখব আমরা।'

ফাইল ছবি

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার জন্য স্থানীয় থানা থেকে উত্তর কলকাতায় বেথুন স্কুলকে নোটিস দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। নোটিসের জেরেই স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন বন্ধ করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। নবম ও দশম শ্রেণিতে অর্ধেক ক্লাস হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জেরে শুধু শুক্রবার নয়, আগামী দিনেও পঠনপাঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার ব্যবস্থা হওয়ায় পঠনপাঠন বন্ধ হয়েছে আনন্দপুর, মেটিয়াবুরুজ, যাদবপুর, তিলজলার একাধিক স্কুলে।এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এখনও ভোটের দিন ঘোষণা হয়নি। এত তাড়াহুড়ো কীসের বুঝতে পারছি না। এভাবে পঠনপাঠন বন্ধ হলে প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখব আমরা।' এদিকে শুধু কলকাতার স্কুল নয়, রাজ্যের আরও একাধিক জায়গায় দফায় দফায় আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেখানেও স্কুলগুলিতে পঠনপাঠনে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এদিকে পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যাওয়ার এই ঘটনায় কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'কোথায় কেন্দ্রীয় বাহিনী সেটা রাজ্য এবং নির্বাচন কমিশন মিলে ঠিক করুক। কিন্তু কোনওভাবেই লেখাপড়ার বারোটা বাজিয়ে কিছু করা যাবে না। এমনিতে রাজ্যে স্কুলগুলি উঠে যাওয়ার মুখে প্রায়। তার মধ্যে এসব বিষয় কাম্য নয়।'

অন্য দিকে, বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার বলেন, 'রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা দৃষ্টিকটুভাবে অবনতির জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী বাংলায় এত পরিমাণে আসতে বাধ্য হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী দরকার। আর বাহিনী এলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা তো করতেই হবে রাজ্য সরকারকে। রাজ্য ঠিক করুক কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তাঁরা কোথায় রাখবে।'

ফের ভিজতে পারে বঙ্গ, রবি-মঙ্গল বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকলেও রবিবার থেকে ফের বঙ্গে রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। আগামী সপ্তাহে ঝড়-বৃষ্টিতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হতে পারে কয়েকটি জেলায়, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে বইতে পারে হালকা ঝোড়ো হাওয়াও। দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলবার পর্যন্ত চলতে পারে এই বৃষ্টিপাত।

রবি ও সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা। এছাড়াও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মেদিনীপুর, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে।তবে আপাতত তাপমাত্রা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। দিন ও রাতের তাপমাত্রাও বাড়বে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি, এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৫ ডিগ্রি।যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম।

স্কুলের পাশে অচেতন শিশুকন্যা উদ্ধার, মৃত্যুতে ঘনাচ্ছে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লেকটাউন গার্লস হাইস্কুলের পাশ থেকে উদ্ধার অচৈতন্য শিশুকন্যা। তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই শিশুর পরিচয়, আর কীভাবেই বা মৃত্যু হল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

শনিবার দুপুরে হাইস্কুলের পাঁচিলের ধারে এক শিশুকন্যাকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকেরা। তার গায়ে একটি চাদর জড়ানো ছিল। খবর যায় লেকটাউন থানায়। পুলিশ এসে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকা শিশুটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করে। শিশুটিকে কেউ মেরে এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শিশুটির নাম, পরিচয় জানার চেষ্টা চলেছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, 'স্কুলের সামনে একটা বাচ্চা পড়েছিল। গামছা দিয়ে ঢাকা ছিল বাচ্চাটি। কে ওকে ফেলে গিয়েছে জানি না। তবে স্কুল বাসের চালকদের প্রথমে নজরে আসে। আমার পুলিশকে খবর দিই। আশা করি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়বে বিষয়টি।'

লেকটাউনের মতো জনবহুল এলাকায় কে, কীভাবে শিশুটিকে রেখে গেল বা ফেলে গেল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। শিশুর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হচ্ছে। তারপরেই মৃত্যু কীভাবে জানা যাবে। তার প্রেক্ষিতে তদন্ত এগোনো যাবে বলে জানাচ্ছে পুলিশ।

প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদের জেরে টিটাগড়ে গুলিবিদ্ধ টোটো চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাত সকালে চলল গুলি। টোটো চালককে গুলি চালিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে তাঁরই প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে টিটাগড় থানার আলি হায়দার রোডে। জানা গিয়েছে, সেখানে স্ট্যান্ডে টোটো রেখে হেঁটে সবে দুপা এগিয়েছিলেন মেহবুব রাজা। আচমকা গুলি এসে লাগে তাঁর ডান হাতে। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ওই টোটো চালকের বাড়ি মাঠ পাড়া এলাকায়। ঘটনায় ওই এলাকার যুবক আমনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, টোটো চালক পুলিশকে জানিয়েছেন, তিন মাস আগে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে ছিলেন তিনি। সেই ঝামেলার প্রতিশোধ নিতেই প্রতিবেশী দুই যুবককে কাজে লাগিয়েছিল আমন। ডান হাতে গুলি লেগে গুরুতর জখম অবস্থায় ওই টোটো চালক ব্যারাকপুর বি এন বোস মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আক্রান্ত মেহবুব রাজা জানান, তিন মাস আগে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেশী আমনের সঙ্গে তাঁদের ঝামেলা হয়েছিল। সেদিন ওমর আলি ওরফে বাবু নামে একজনকে তাঁর ছেলে মেরেছিল।

এদিন সকালে দুই যুবককে এনে তাঁকে চিনিয়ে দেয় প্রতিবেশী আমন। এরপর তাঁকে লক্ষ্য করে একজন গুলি চালায়। আক্রান্তের স্ত্রী রানি বিবির অভিযোগ, তিনমাস আগে প্রতিবেশী আমনের সঙ্গে তাঁদের ঝামেলা হয়েছিল। তারপর উভয় পক্ষই চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল।

এদিন সকালে স্বামী টোটো স্ট্যান্ডে টোটো রেখে বাড়িতে আসছিল। সেইসময় ওকে পিছন থেকে একজন জাপটে ধরে। হাত ছাড়িয়ে পালাতে গেলে আরেকজন গুলি চালায়। সেই গুলি ওঁর হাতে লাগে। রানি বিবির দাবি, স্বামীকে খুন করার জন্য প্রতিবেশী আমন লোক লাগিয়েছিল। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

রেশন দুর্নীতি মামলায় দ্বিতীয় চার্জশিট জমা দিতে চলেছে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি মামলায় এবার দ্বিতীয় চার্জশিট দিতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি সূত্রে যে খবর মিলছে, তাতে আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার এই চার্জশিট দেওয়ার সম্ভাবনা। বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্য এবং তাঁর বিভিন্ন ফরেক্স সংস্থার বিরুদ্ধে এই চার্জশিট। শঙ্কর ছাড়াও, তাঁর পরিবারের আরও কয়েকজনের নাম চার্জশিটে উল্লেখ থাকার সম্ভাবনা। সূত্রের খবর, এই চার্জশিটে শঙ্কর আঢ্যর নাম যেমন থাকছে, তাঁর পাশাপাশি পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম থাকছে। রেশন দুর্নীতির মামলায় বিদেশি মুদ্রায় কনভার্ট করে পাচার করা হত। দুবাই ও আরব এমিরেটস-এ যে সংস্থাগুলোর মাধ্যমে লগ্নি করা হয়েছে এই দুর্নীতির টাকা, সেটাও এই চার্জশিটে উল্লেখ থাকবে বলে সূত্রের খবর।

এর পাশাপাশি আরও স্পষ্টভাবে বললে রেশন দুর্নীতির টাকা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাত থেকে কীভাবে শঙ্করের মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়েছে তাঁর উল্লেখ থাকছে এই চার্জশিটে। অন্তত এমনটাই জানানো হয়েছে ইডির তরফ থেকে। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি উল্লেখ থাকবে দুবাইতে যে সংস্থায় রেশন দুর্নীতির টাকা লগ্নি করা হয়েছে তার নামও।

প্রসঙ্গত, এর আগে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং বাকিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতিতে চার্জশিট দিয়েছে ইডি।

রেশন দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বাকিবুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। সেখানে অন্তত ২০ হাজার কোটি টাকা রেশন দুর্নীতি মামলায় বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলে ইডি চার্জশিটে উল্লেখ করেছে। ইডি-র দাবি, সেই টাকা শঙ্কর আঢ্য নামে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। সেই সূত্রেই শঙ্করকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের ২০ আসনে লোকসভার ভোটে প্রার্থী ঘোষণা পদ্ম শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৬ টি রাজ্য এবং দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১৯৫টা আসনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করল বিজেপি। তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ২০ টি আসনের প্রার্থীর নামও। শনিবার যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপির নেতৃত্বের তরফ থেকে সেখানে দেখা যাচ্ছে কোচবিহারে প্রার্থী হচ্ছেন নিশীথ প্রামানিক। আলিপুরদুয়ারে বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। বালুরঘাট থেকে প্রার্থী হচ্ছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। গতবারও তিনি এখান থেকেই জিতেছিলেন। মালদহ উত্তরের প্রার্থী খগেন মুর্মু। মালদহ দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। শ্রীরূপা গতবার অল্প ভোটে হেরেছিলেন। এবারও একই আসন তাঁকে দেওয়া হয়েছে। জিতলে মোদী মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করা হচ্ছে। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। হুগলিতে দাঁড়াচ্ছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। কাঁথি থেকে দাঁড়াচ্ছেন সৌমেন্দু অধিকারী। বাঁকুড়া থেকে দাঁড়াচ্ছেন সুভাষ সরকার। আসানসোলে বিজেপি প্রার্থী পবন সিং। বর্তমানে সেখানে সাংসদ হিসাবে রয়েছে তৃণমূলের শত্রুঘ্ন সিনহা। বিষ্ণুপুর থেকে লড়ছেন সৌমিত্র খাঁ। ঘাটালে দাঁড়াচ্ছেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে ঘাটালের সাংসদ রয়েছেন তৃণমূলের দেব। শেষ বিধানসভা ভোটে তিনি জিতেছিলেন খড়্গপুর সদর থেকে। বনগাঁয় দাঁড়াচ্ছেন শান্তনু ঠাকুর। পুরুলিয়া থেকে দাঁড়াচ্ছেন জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। বোলপুরে প্রিয়া সাহা। মুর্শিদাবাদে বিজেপির হয়ে লড়বেন গৌরীশংকর ঘোষ। জয়নগরে লড়ছেন অশোক কাণ্ডারি। বহরমপুরে লড়ছেন নির্মল কুমার সাহা। হাওড়ায় লড়ছেন রথীন চক্রবর্তী।

ক্লাব ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা নেতাজিনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্লাব ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল নেতাজিনগরে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিজয় সংঘ ক্লাবের একটা অংশ ভেঙে ফেলা নিয়ে শুরু হয় গন্ডগোল। আর এই ক্লাব ভাঙার ঘটনায় স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে এই জায়গায় তারা সামাজিক কাজ সহ একাধিক পুজো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছেন। কিন্তু হঠাৎ রজত চক্রবর্তী বলে এক ব্যক্তি এই জায়গা দখল নিতে চাইছেন প্রোমোটারি করবেন বলে আর সেই কারণেই ভেঙে ফেলা হয়েছে ক্লাবের একটা অংশ।

এদিকে রজত চক্রবর্তীর বক্তব্য, এই জায়গা যাঁর, সেই ব্যক্তির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি রয়েছে তাঁর হাতে। কিন্তু, সেই জায়গা দখল করে আছে ক্লাব।

যদিও এলাকাবাসীর বক্তব্য, এই ক্লাবের জায়গা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে স্টে আছে, বিচারাধীন বিষয় এটি। এদিন এই ক্লাব ভাঙাকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। এরপরই ঘটনাস্থলে আসে ডিসি এসএসডি বিদিশা কলিতার নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী।

এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, 'এই ক্লাব দীর্ঘদিনের। এখানে পুজোর পাশাপাশি নানা সামাজিক কাজ করা হয়। কোনও মালিককে আমরা কোনওদিন দেখিনি। এখন একজন ব্রোকার আসছেন রজত চক্রবর্তী নামে। আরও একজন উকিল আসছেন। রজত চক্রবর্তী ক্লাবটা তুলে দিতে চাইছে। আমরা চাইছি আরও কিছুদিন সময় দেওয়া হোক। কোর্টের অর্ডার রয়েছে। কোর্ট সব বিষয়টা শুনছে। তাই এখন কোনও ভাঙাভাঙি চাইছি না।'

এই ঘটনায় আরও এক বাসিন্দা ক্ষোভের সুরেই জানান, 'কোর্টের স্টে অর্ডার রয়েছে। কিন্তু, ওরা সেটা ভ্যালিড হিসাবে মানছে না। প্রোমোটার ভাঙচুর করতে শুরু করে দেয়। ওই দালাল ও পুলিশের সহযোগিতায় কাজটা হচ্ছে। কিন্তু, আমাদের ক্লাবটা জমিদার দ্বারকানাথ চক্রবর্তী দিয়েছিলেন। তিনি থাকতে দিয়েছিলেন। রজত চক্রবর্তী জোর করে এই সম্পত্তি নিয়ে নিতে চাইছেন।'

সম্পাদকীয়

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ ক্রমশ যন্ত্রের পরিপূরক হয়ে উঠছে কি?

ছিন্নপত্র-এ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ ক'রে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি! ওর এই গাছপালা নদী-মাঠ কোলাহল-নিস্তব্ধতা প্রভাত-সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, পৃথিবীর কাছে থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন-কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? কবির ভালবাসার এই পৃথিবী আজ যান্ত্রিক। যন্ত্রকে মানুষের মতো ভাবতে দিয়ে মানবসভ্যতা যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে, অথবা যন্ত্রের মতোই ভাবতে শুরু করে, তা হলে কৃত্রিমতার সেই বিশ্বে মানবসত্তার দুর্দিন বুঝি আসন্ন। বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সমাজে বহু অংশেরই কাজ কেড়ে নিয়েছে। সাদামাটা একটা বিষয়কেই এখানে উত্থাপন করা যায়। যেমন; সংবাদপত্র বা পত্রিকার দফতরে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে কম্পিউটারে আঙুলের ঝড়ে অক্ষর সৃষ্টি এক দল মানুষের দ্বারা সম্পাদন করা হত। তাঁদের সংখ্যা কমেছে। বর্তমানে একের পর এক পাণ্ডুলিপি লেখকেরই দ্বারা ছাপার উপযোগী হরফে কম্পিউটারে টাইপ হয়ে পত্র-পত্রিকা দফতরে পৌঁছচ্ছে। 'ডিটিপি অপারেটর' পদটি এখন লেখকরাই পূরণ করে চলেছেন। এ ভাবেই বিজ্ঞানের আশীর্বাদ এক অংশে যখন আলো হয়ে ঝরে পড়ছে, তখন অন্য অংশে চলছে ঘোর অমাবস্যা। প্রবন্ধকারের চিন্তায় সমাজকে গ্রাস করার ক্ষমতায় ঋদ্ধ যন্ত্রমানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে ভাবনাচিন্তাগুলি দানা বেঁধেছে, তা অস্বীকারের উপায় নেই। তবু বহু যুগ পিছিয়ে দেখতে গিয়ে মনে হয়, ভ্যান গখ যখন একের পর এক গনগনে সূর্যমুখী ক্যানভাসে ভরিয়ে তুলছেন এবং নষ্ট করছেন, যন্ত্রমানবের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রকৌশল কি তাঁর সেই সময়ের শিল্পীমনের স্থান নিতে পারবে? আমি নিশ্চিত, কৃত্রিম মেধা তাঁর সৃষ্টিশীলতার সুউচ্চ চূড়াটিকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হবে। মানবমন এবং মস্তিষ্কের জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া যে সব অনুভূতির ফসল ফলায়, তার বিকল্প সম্ভব নয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ ক্রমশ যন্ত্রের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এই শিক্ষাব্যবস্থায় মনুষ্যমন সৃষ্টির জটিল প্রক্রিয়া কেবলই যে বোতাম টেপা যন্ত্রের চলাফেরা, ওঠানামার অনুকরণে সদা ব্যস্ত। তাসের দেশ-এর 'ইচ্ছেমন্ত্রে' আমরা কেবলই উঠছি, বসছি, পাশ ফিরছি, পিঠ ফেরাচ্ছি, মাটিতে গড়াচ্ছি। তাসের দেশে গোলাম রাজাকে বলেছিলেন, 'যে দেশে বায়ু না মানে/ বাধ্যতামূলক বিধি,/ সে দেশে দহলা তত্ত্বনিধি/ কেমনে করিবে রক্ষা কৃষ্টি;/ সে দেশে নিশ্চিত অনাসৃষ্টি।' উত্তরে রাজা বলেছিলেন, 'থাক্, আর প্রয়োজন নেই। এটা চতুর্থবর্গের পাঠ্য পুস্তকে চালিয়ে দিয়ো। তাসবংশীয় শিশুরা কণ্ঠস্থ করুক।'

আনন্দকথা

লেকচার (Lecture) ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার, আর বুঝিয়ে দেওয়! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই! তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য, মানুষ, জীবজন্তু করেছেন; জীবজন্তুদের খাবার উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপয় করেছেন, আর এ-উপায় করবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

জামশেদজি টাটা

১৮৩৯ *বিশিষ্ট শিল্পপতি জামশেদজি টাটার জন্মদিন।*

১৯৬৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শঙ্কর মহাদেবনের জন্মদিন।*

১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরের জন্মদিন।*

আজ ৩ মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে বন্য এবং পোষ্য প্রাণীকুল নিয়ে কলম ধরলেন কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ।

খাদ্য আর খাদকের সম্পর্ক

একটি মেয়ে খুব ছোটবেলা থেকেই একটি ছোট্ট ময়াল সাপ পুষত। যত দিন গেছে সাপটা একটু একটু করে বড় হয়েছে।আর যত বড় হয়েছে ততই ন্যাওটা হয়ে উঠেছে মেয়েটির। মেয়েটি যখন পড়তে বসত, ও মেয়েটির পা বেয়ে উঠে গলা জড়িয়ে ঝুলত। মেয়েটি যখন শুতে যেত, সাপটি তার বিছানায় উঠে মেয়েটির পাশে গিয়ে শুত।

সাপটি যত এ সব করত মেয়েটিও তত দুর্বল হয়ে পড়ত সাপটির উপর। নিজের থেকেও সাপটিকে বেশি ভালবাসতে শুরু করেছিল সে। কিন্তু হঠাৎ একদিন মেয়েটি দেখল, সাপটিকে খাবার দিলেও সাপটি খাচ্ছে না। দু'দিন গেল। চার দিন গেল। ছ'দিন গেল। কিছুতেই কিছু খাচ্ছে না। তা হলে কি ওর শরীর খারাপ হল!

অগত্যা মেয়েটি একদিন এক পশু চিকিৎসকের কাছে গেল। ডাক্তার সব শুনে বললেন, সাপটি কত বড়? মেয়েটি বলল।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, সাপটা কি আপনার খুব কাছাকাছি থাকে?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ।

— সাপটা কি এর মধ্যে আপনাকে পেঁচিয়ে ধরেছে কোনও দিন?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ, ও তো আমার বিছানায় আমার সঙ্গেই ঘুমোয়। ঘুমোনোর সময় আমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে আমার গোটা শরীর জুড়ে খেলে বেড়ায়।

ডাক্তার খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে কী সব ভাবলেন। তার পর বললেন, খুব সাবধান।

— কেন? মেয়েটি জিজ্ঞেস করতেই ডাক্তার বললেন, আসলে ও যে আপনাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে, সেটা কিন্তু ভালবেসে নয়। ও আসলে আপনার শরীরের মাপ নিচ্ছে। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে, আপনার চেহারাটা ঠিক কত বড়। আরও কতটা জায়গা খালি রাখতে হবে। সেই জন্যই না খেয়ে খেয়ে ও পেটের মধ্যে জায়গা তৈরি করছে, আপনাকে খাবে বলে।

এই হচ্ছে সাপ। সব সাপের বিষ না থাকলেও সব সাপই কিন্তু ভয়ঙ্কর। তাই যারা যাঁর খেয়ে-পরে তাঁরই ক্ষতি করার চেষ্টা করে, আমরা তাকে অনায়াসেই বলি — সাপের জাত।

পৃথিবীর সব চেয়ে বিষধর সাপের কামড়ে হাতির মতো দশাসই প্রাণী পর্যন্ত ছটফট করতে করতে মারা যায়। শুধু একটা প্রাণীই মরে না।*আর*সেই প্রাণীটি হল— ঘোড়া।

সাপের কামড়ে কোনও দিন ঘোড়া মরে না। মারাত্মক বিষধর সাপ দংশন করলেও, খুব বেশি হলে তিন দিন অসুস্থ থাকে। তার পর যথারীতি সুস্থ হয়ে ওঠে।

আর এই ঘোড়া থেকেই আসে দুনিয়ার সব রকম সাপের যে কোনও রকম মারাত্মক বিষের একমাত্র প্রতিষেধক — অ্যান্টি ভেনম (anti venom)।

কোনও মানুষ সাপের ছোবলে মৃত্যুপথযাত্রী হলে তাঁকে প্রথমেই দিতে হয় অ্যান্টি ভেনম। এই অ্যান্টি ভেনম তৈরি করার একটি পদ্ধতি আছে।

যেমন ধরুন, পৃথিবীর সব চেয়ে ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ, কিং কোবরার অ্যান্টি ভেনম তৈরি করতে হলে ওই সাপের বিষ প্রথমেই একটি ঘোড়ার শরীরে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

না, বেশি ঢুকিয়ে দিলেও কোনও ক্ষতি নেই। ঘোড়া মারা যাবে না। খুব বেশি হলে দিন তিনেক একটু ঝিমোবে। হয়তো অসুস্থও হবে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। তার পর আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আর সেই তিন দিনের মধ্যেই ঘোড়ার রক্তে ওই সাপের বিষ মিশে অ্যান্টি ভেনাম তৈরি হয়ে যাবে।

তখন ঘোড়ার শরীর থেকে সেই রক্ত বেশ কিছুটা বের করে তার লাল এবং সাদা অংশ আলাদা করতে হবে। আর এই সাদা অংশ অর্থাৎ ম্যাট্রিক্স থেকেই অ্যান্টি ভেনাম বেরিয়ে আসবে।

এই ভাবেই যে সাপের অ্যান্টি ভেনাম তৈরি করতে চান, সেই সাপের বিষ ঘোড়ার শরীরে ঢুকিয়ে এই পদ্ধতিতেই তৈরি করতে হবে সেই সাপের বিষের প্রতিষেধক।

কাউকে সাপে কামড়ালে একমাত্র এই অ্যান্টি ভেনামই সরাসরি ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে ঢুকিয়ে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে তাঁকে বাঁচানো যাবে

কথায় আছে, বড় মাছ সব সময় ছোট মাছকে খায়। ঠিক তেমনি জঙ্গলে যত জীবজন্তু আছে, তারা সব সময় তার চেয়ে কম জোরি বা ছোট প্রাণী দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে খায়। এই ভাবেই তারা জীবন ধারণ করে। আর এটাই হল প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার একমাত্র ফর্মুলা।

নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় না, তাও নয়। এই তো কিছু দিন আগেই একটি ভিডিওতে দেখলাম, একটি মা-হরিণ সদ্য বাচ্চা প্রসব করতে করতে যেই দেখেছে একটি বাঘ তার দিকে ধেয়ে আসছে, এমনি সে কোনও রকমে বাচ্চাটি ফেলেই প্রাণভয়ে দে ছুট।

বাঘটি এসে দেখল, আশপাশে কেউ নেই। তখন সদ্যোজাতকে সে জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করল। আমি তো ভাবলাম, হয়ে গেল। সদ্যোজাতটির খেল খতম। এক্ষুনি বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, দেখা গেল সে ওই হরিণের বাচ্চাটির গোটা গা জিভ দিয়ে চেটে চেটে পরিষ্কার করল। যেটা মা-হরিণটির করার কথা ছিল। তার পর মুখে করে ঘাড়টি ধরে একটি গাছের আড়ালে নিয়ে গেল।

না, বাচ্চাটির গায়ে সে এতটুকুও দাঁত বসায়নি। বরং বাচ্চাটিকে খাবার জন্য যখন অন্য বাঘেরা ছুটে এল, তখন এই বাঘটিই তাদের সঙ্গে লড়াই করে সেই সদ্যজাত হরিণছানাটিকে রক্ষা করল।

শুধু রক্ষাই করেনি, তার পর থেকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রেখেছে। যাতে বনের অন্য কোনও জীবজন্তু তাকে আক্রমণ করতে না পারে। যাতে এই বাচ্চাটি তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে ভুল পথে গিয়ে হারিয়ে না যায়।

তাই সন্ধ্যা নামলেই একেবারে মুখে করে নিজের ডেরায় নিয়ে গেছে। বুকের কাছে নিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। আর বাচ্চাটিও হয়েছে তেমন ন্যাওটা। সারাক্ষণই বাঘটির পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই-ই নয়, বাচ্চাটি বারবার কিছুটা গিয়েই ছুটে এসে গোত্তা মারছে বাঘটির পায়ে। পেটের তলায়। কিন্তু বাঘটি একটুও বিরক্ত হচ্ছে না। উলটে আদর করছে। সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে।

এমন ঘটনাও তো ঘটতে দেখেছি আমরা। আমরা তো জানি বাঘ, সিংহ, হাতি, গন্ডার, ভাল্লুক কী খায়। কিন্তু জঙ্গলে থাকলে ওরা যা খায়, চিড়িয়াখানায় থাকলেও কি তাই-ই খায়? না। একদম না।

চিড়িয়াখানার প্রত্যেকটি প্রাণীর খাবারের তালিকাই যে শুধু আলাদা, তাই-ই নয়, একই রকম প্রাণীর ওজন, বয়স এবং গড়ন হিসেব করেই তাদের খাবারের পরিমাণ ঠিক করা হয়। প্রত্যেক সুস্থ পশুকে সপ্তাহে ছ'দিন খাবার দেওয়া হয়। সপ্তাহে কেবল একদিনই কাউকে কিছু খেতে দেওয়া হয় না।

ঘড়ির কাঁটা গণ্ডগোল করতে পারে। কিন্তু ওদের কোনও সময়ের হরফের হয় না। সকাল ঠিক ৮টা বাজতে না বাজতেই খাওয়ার জন্য দল বেঁধে তারস্বরে ডাকাডাকি শুরু করে দেয় ম্যাকাও পাখিরা। সেই সময়ই সকালের খাবার নিয়ে খাঁচায় ঢোকেন 'অ্যানিম্যাল হ্যান্ডেলার'। মেনুতে থাকে নানা ধরনের তাজা ফল এবং চিনে ও কাঠবাদামের মতো বেশ কয়েক রকমের শুকনো খাবার।

আর ভাল্লুক? ভাল্লুকের কোনও তর সয় না। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই চাই পুরো এক কেটলি ভর্তি টুবুটুবু চা এবং সেটা অবশ্যই গরম গরম।

খাওয়ার কথা যখন উঠলই, তখন হাতির প্রসঙ্গ উঠবে না তা কি কখনও হতে পারে! জানা গেছে, প্রতিটি হাতি দিনে ১০০ থেকে ১৩০ কিলোর মতো খাবার খায়। প্রতিটি জলহস্তী খায় ৫০ থেকে ৭০ কেজি খাবার। যার মধ্যে থাকে নানা রকম সবজি এবং ঘাস।

এক একটি কুমির প্রতিদিন ৫ থেকে ৬ কেজি করে মাছ খায়। এদের অবশ্য সপ্তাহে ছ'দিন নয়, খাবার দেওয়া হয় সপ্তাহে তিন দিন। একদিন ছাড়া ছাড়া। বাঁদরদের জন্য থাকে আপেল, কলা, শসা-সহ রকমারি ফল।

এক-একটি পূর্ণবয়স্ক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্য প্রতিদিন বরাদ্দ থাকে প্রায় আট কেজি করে মাংস। সিংহের খাবার পরিমাণও প্রায় একই রকম।

তবে সব প্রাণী কিন্তু ম্যাকাওদের মতো খাবারের জন্য ডাকাডাকি করে না। কোনও বন্যপ্রাণীকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হলে তাকে প্রথমে চিড়িয়াখানার খাবারে অভ্যস্ত করে তুলতে হয়। সেটা কিন্তু যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষের ব্যাপার।

আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক একটি বাঘ পুষতেন। তার নাম ছিল খৈরি। সেই বাঘটিকে প্রতিদিন মাংস দেওয়া হত ঠিকই, কিন্তু সেই মাংসের বড় বড় খণ্ডগুলোকে তার মুখের সামনে ধরার আগে একটা বড় গামলা ভরা দুধের মধ্যে চুবিয়ে নিতেন।

আমরা একবার তাকে দেখার জন্য ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দিনে দিনে গিয়ে ফিরে আসা যায় না। তাই রাতে ওখানেই ছিলাম। বাঘটা ছাড়াই থাকত।

আমরা যখন রাত্রিবেলায় খাটে শুয়ে আছি, হঠাৎ দেখি সে একা একা আমাদের খাটের এ পাশ ও পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখে আমার তখনই মনে হয়েছিল, আজ রাতে তার জন্য বুঝি বুফে পার্টি দেওয়া হয়েছে। আর আমরা হলাম খাটে, থুড়ি প্লেটে সাজানো এক-একটা জ্যান্ত খাবার। কিন্তু না, ও আমাদের কাউকে এতটুকুও আঁচর কাটেনি। শুধু টেঁরিয়ে টেঁরিয়ে দেখছিল।

সুন্দরবনের বাঘের বুদ্ধি অবশ্য এ রকম পোষ্য বাঘের মতো এতটা ভোঁতা নয়। বরং মনে হয়, মানুষের চেয়ে বুদ্ধিতে কোনও অংশে কম নয়।

একবার সুন্দরবন বেড়াতে গিয়ে আমি শুনেছিলাম, এক কাঠুরিয়া যখন গাছ কাটছিল তখন দূর থেকে একটি বাঘ নাকি তাকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাকে আক্রমণ করেনি। বাঘটা জানত সে যেখানে আছে, সেখানে থেকে যেহেতু হু হু করে হাওয়া বয়ে ওই দিকে যাচ্ছে, সেই হাওয়ায় তার গায়ের গন্ধ পেয়ে লোকটি সতর্ক হয়ে যেতে পারে। তাই সে একদম ঘুরপথে গিয়ে, বাতাসটা যে দিকে বইছিল, তার উল্টো দিক থেকে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে তার দিকে এগোচ্ছিল।

সেই কাঠুরিয়া যখন কাঠে কুড়ুল মারছিল, সেই শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে সে পা ফেলছিল মাতলার পাড়ের থকথকে কাদায়। যাতে ওই কাঠুরিয়া তার পায়ের শব্দ শুনতে না পায়। এই হচ্ছে জংলি বাঘের বুদ্ধি।

শুধু বাঘ নয়, বাঁদরের বুদ্ধিও কি কোনও অংশে কম? এই তো কিছু দিন আগে একটি রেল স্টেশনের গায়ে দুটি বাঁদর নিজেদের মধ্যে মারপিট করছিল। একটি বাঁদর ভীষণ ভাবে জখম হয়। অন্যটি পালিয়ে গেলেও ওই রক্তাক্ত বাঁদরটি কিন্তু সোজা চলে গিয়েছিল সামনের এক ওষুধের দোকানে। যেখানে সকালে বিকেলে লাইন দিয়ে লোকে ডাক্তার দেখান।

তাকে যখন ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হল, ওষুধ খাওয়ানো হল, সে তখন একদম বাধ্য বালকের মতোই চুপচাপ বসে ছিল।

পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ারেরা নাকি সব বুঝতে পারে। শত্রুতাও বুঝতে পারে। ভালবাসাও বুঝতে পারে। বুঝতে পারে আবহাওয়ার আগাম খবরও।

তাই বৃষ্টি হওয়ার আগে পিঁপড়েরা মুখে করে ডিম নিয়ে দল বেঁধে আস্থানা ছেড়ে লাইন দিয়ে অন্য কোনও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পাড়ি দেয়।

ভূমিকম্পের অনেক আগেই মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসে কীট-পতঙ্গ, পোকামাকড়। শীত পড়তে না পড়তেই শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য গর্তে ঢুকে পড়ে সাপেরা। খাবার জন্যও বেরোয় না। পুরোটা শীত ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। এটা জানেন দেখেই শীতের কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার দাপট শুরু হওয়ার আগেই পশু-পাখিদের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা নেয় চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ। কিছুটা বদল করা হয় মাংসাশীদের ডায়েট চার্টও।

সাপেরা যাতে শীতে কষ্ট না-পায়, তার জন্য শুকনো পাতা, খড়*আর*কম্বলের 'বিছানা' দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয় 'রেপটাইল হাউস'। পাশাপাশি, প্রতি চেম্বারে জোরালো বাল্ব জ্বালিয়ে গরম রাখার ব্যবস্থাও করা হয়।

শীতে অলস হয়ে পড়ে কুমিরও। এই সময়টায় তাদের খাওয়ার পরিমাণও কমে যায়। তারা যাতে ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে না-পড়ে, তার জন্য কুমিরের এনক্লোজারে সাদা ও হলুদ বালি মিশিয়ে 'স্যান্ড বাথ' করে দেওয়া হয়। যাতে রোদের তাপে বালি গরম হয়ে গেলে সেখানে উঠে কুমিররা একটু* স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে।

পাশাপাশি গরমের দাপটে জন্তুরা যাতে অসুস্থ হয়ে না পড়ে তার জন্য চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ গরমকালে যেমন খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি এনক্লোজারগুলোকে ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা করে, ঠিক তেমনি শীতেও তারা বেশ কিছু সতর্কতামূলক বিশেষ ব্যবস্থা নেয়। বদলে দেয় খাওয়ার মেনুও।

নাইট শেল্টারে ওরা যাতে কষ্ট না-পায়, তার জন্য বাঘ, সিংহ, লেপার্ড, জাগুয়ারদের বেশি করে মাংস দেওয়া হয়। অন্য সময় সাধারণত মাংসাশীদের মোষ ও মুরগির মাংস মিশিয়ে দিলেও, সেখানে মোষের মাংসের পরিমাণই থাকে বেশি। কিন্তু গরমকালে মোষের মাংসের পরিমাণ কমিয়ে মুরগির মাংস বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর শীতকালে হয় এর ঠিক উল্টো। বেশি করে মোষের মাংস দেওয়া হয়। যাতে শরীরটা গরম থাকে।

মেনু পরিবর্তনের পাশাপাশি মাংসাশীদের নাইট শেল্টারে কাঠের তক্তা পেতে দেওয়া হয়। কারণ, সিমেন্টে বাঁধানো মেঝেয় শুলে নাকি পশুরা ঠাণ্ডায় কষ্ট পায়।

হরিণদের এনক্লোজারে নাইট শেল্টারে বেশি করে শুকনো খড়ের কুঁচো দিয়ে দেওয়া হয়। একমাত্র পাখিদের এনক্লোজারেই আলাদা করে কোনও কিছু করা হয় না।

চিড়িয়াখানায় এ সব করা হলেও বনে কিন্তু ওরা ওদের মতোই থাকে। চোরা শিকারিদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। বন কেটে কেটে বসতি করলেও ওরা রুখে দাঁড়ায় না। ওদের সংখ্যা লুপ্ত হতে বসলেও মুখে কোনও রা করে না।

অথচ মানুষ! পশু-পাখিদের আচার-আচরণ নিয়ে সেই আদ্যিকাল থেকেই মানুষের কুসংস্কারের কোনও অন্ত নেই।

মানুষ মাত্রই মরণশীল। কখন কার মৃত্যু হবে কেউ জানে না। তবু বলা হয়, মৃত্যুর আগাম খবর নাকি জীবজন্তুরা ঠিক পেয়ে যায়।*

বলা হয়, পেঁচা যদি গান গায়, তার মানে তার কাছাকাছি কারও মৃত্যু হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পেঁচার একটি বিশেষ ডাককেই 'গান' বলা হয়। ক্যাথলিক সন্ন্যাসীরা তো পেঁচাকে দীর্ঘকাল ধরেই 'ডেভিলের অ্যাসোসিয়েট' বলে বর্ণনা করে আসছেন।

কালো প্রজাপতি*সম্পর্কেও কিছু লোকের একই রকমের ধারণা রয়েছে। আসলে এটি এক প্রকারের মথ। রাতচরা এই কালো পতঙ্গকে অনেকেই অশুভ বলে মনে করেন। দোরগোড়ায় কালো পতঙ্গ মানেই নাকি মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে। এ রকম বহু কাহিনিই আকছাড় ছড়িয়ে আছে ইউরোপীয় দেশগুলির সাহিত্যে। এমনকী আমাদের দেশের শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় ছোটগল্প 'মরণ ভোমরা'তেও আছে একটি কালো ভ্রমর। যাকে গোটা উপন্যাস জুড়ে দেখানো হয়েছে মৃত্যুর দূত হিসেবে।

মথ নয়, দক্ষিণ আমেরিকার মায়া ও আজটেক সভ্যতায় মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে ধরা হয় নিশাচর প্রাণী — বাদুড়কে। ইউরোপের সংস্কৃতিতে বাদুড়ের স্থান আবার পরলোক আর ইহলোকের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। বাদুড় নিয়ে আমাদের এই দেশেও মৃত্যু-সংক্রান্ত সংস্কার কম নেই।

ইউরোপে কারও বাড়ির আশপাশ দিয়ে সাদা পেঁচা উড়ে গেলে সেটাকে অনেকেই মৃত্যুর পূর্বাভাস বলে মনে করেন। এই ভাবনার পিছনে কাজ করছে উইচক্রাফ্ট নিয়ে বহু যুগ ধরে চলে আসা ইউরোপীয়দের এক সংস্কার। সাদা পেঁচা উইচদের অ্যাসোসিয়েট হিসেবে প্রসিদ্ধ।

তবে এই ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন জনপ্রিয় লেখিকা জে কে রাওলিং। হ্যারি পটারের অ্যাসোসিয়েট হেডইউগ হল একটি সাদা পেঁচা। আর সে কখনওই 'অশুভ' নয়।

আমাদের দেশে*আরও একধাপ এগিয়ে অনন্ত কাল আগে থেকেই সাদা পেঁচাকে বলা হয় — লক্ষ্মী পেঁচা। অর্থাৎ ধন-সম্পদ-ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর বাহন। ফলে সাদা পেঁচা দেখাটাও বড় সৌভাগ্যের।

কালো ঘোড়াকেও মৃত্যুর দূত বলে মনে করে গোটা ইউরোপ। কোনও শুভযাত্রায় কেউ যদি কোনও কালো ঘোড়াকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেন, তা হলে তার মনে হয়, তার ঘাড়ে বোধহয় স্বয়ং যমদূত এসে নিঃশ্বাস ফেলছে।

পশ্চিমের বহু মানুষ মনে করেন, কোনও মোরগ যদি কোনও মুরগির সঙ্গে কথা বলে, তা হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে কারও না কারও মৃত্যু হবেই।

তবে এ সব ক্ষেত্রে নাকি অবিবাহিতা মেয়েদের মৃত্যুর আশঙ্কাই বেশি থাকে। যদি দু'টি মুরগি একটি মোরগের সঙ্গে কথা বলে, তা হলে ধরে নেওয়া হয়, সেখানে কোনও দম্পতির মৃত্যু আসন্ন। আর যদি কোনও মুরগি কোনও মোরগের ডাককে নকল করে, তা হলে যিনি সেই ডাক শোনেন, তাঁর মনে হয়, তাঁর আশপাশেই মৃত্যু ঘোরাফেরা করছে।

বিড়ালও নাকি মৃত্যুর খবর আগাম বয়ে নিয়ে আসে। তারা নাকি মৃত্যুর গন্ধ পায়। কুকুরের আচরণেও নাকি ফুটে ওঠে আসন্ন মৃত্যুর খবর। তারা নাকি এ রকম কোনও অমঙ্গলের আঁচ পেলেই সুর করে কান্না জুড়ে দেয়।

বলা হয়, দিনের বেলায় যদি কোনও বাড়িতে শেয়াল ঢুকে পড়ে, তবে সেই বাড়িতে নাকি কারও না কারও মৃত্যু হবেই।

এক বা একাধিক ক্ষেত্রে কাকতালীয় ভাবে হয়তো কোথাও এ রকম ঘটনা ঘটেছে। হয়তো কেউ মিল খুঁজে পেয়েছেন বহু আগে বা অন্যত্র ঘটা আগের কোনও ঘটনার সঙ্গে। তাই বলে সেটাকেই অবধারিত বলে ধরে নিতে হবে!

আমাদের মনে রাখতে হবে, এই পৃথিবী শুধু আমাদের একার নয়। এই পৃথিবীর ওপর আমাদের যেমন অধিকার আছে, সেই একই রকম অধিকার আছে সমস্ত পশুপাখির। এমনকী সামান্য একটা পিঁপড়েরও। চোখে দেখা যায় না এমন কীট-পতঙ্গেরও।

তাই আমাদের উচিত তাদের বাঁচিয়ে রাখা। তাদের যদি আমরা বাঁচিয়ে না রাখি, তা হলে ভারসাম্যের অভাবে আমরাও একদিন এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাব। ফলে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই সমস্ত পশু-পাখিকে বাঁচিয়ে রাখার দায় নিতে হবে আমাদেরই। এবং আমাদের মন থেকে চিরতরে দূর করতে হবে বহু যুগ আগে থেকে চলে আসা এই সব কুসংস্কারকে। যত তাড়াতাড়ি এটা করা যায়, এই পৃথিবীর পক্ষে ততই মঙ্গল।

পুস্তক পরিচয়

টানাজাল পড়ে নদীর সরণি জুড়ে, ঝিলিক দেয় না

ফটিক চৌধুরী

সময়ের পাতা হলুদ আশ্রয়ে গেলে তখন কোথাও কোথাও অনুমতি লাগে না, দরজা স্পর্শমাত্র খুলে যায়-জীবন প্রমাণ একটি চিত্র সামনে এসে দাঁড়ায়। ভুবন জুড়ে সরব আলোর আগমন বার্তা ঋদ্ধ করে, বুকের খুব কাছে এসে দাঁড়ায় যে, সে মেয়ে নয় অনেকটাই মেয়ে মেয়ে। বান্ধবীরা চোখের সামনে নিজস্ব আকারের আত্মপ্রতিকৃতির আলো দেখতে পায় আর নির্ভুল পদপাতের পর ও মনে হয়, সামান্যতম সময় হলেও একদিন টাল তো খেয়ে ছিল এক যুবতীর বিশ্বনিখিল। সম্প্রতি প্রকাশিত সমরেশ মন্ডলের কাব্যগ্রন্থের (গন্ধের মালা বদল) কবিতার ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে উপরের কথা কটি অনিবার্য হয়ে মনে এলো, সংক্ষিপ্তসার কাব্যসুষমা হিসেবে। দীর্ঘদিনের চর্চার আবহের কবি,তাই,প্রায় প্রতিটি কবিতায় জুড়ে স্বকীয় উচ্চারণ। 'রাত্রির বারান্দা' কবিতায় এরকম একটি উদাহরণ গভীরভাবে জেগে উঠেছে 'ইন্দ্রিয়গুলো ঝাপসা মুখের থেকেও জটিল /এলোমেলো নানা বর্ণের পেনসিলের আঁচড় /টান টান শব্দের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফিরে যাবে/ বিছানায়, ঘুমন্ত নারীটির পাশে পড়ে আছে,/ বালিশের নীচে পড়ে আছে ছিঁড়ে যাওয়া /সম্পর্ক সূত্রের অনেকগুলো সুতো।' এই কাব্যগ্রন্থে আমরা দীর্ঘদিন একটি পত্রিকার বুকে লুকিয়ে থাকা কবিতার, নগর নন্দিনী;অনুসন্ধান পাই। যেটি ১৯৭৬ সালে মুদ্রিত হয়েছিল কেমন লিখেছিলেন কবি, সেই সময়! 'তুমি ছাতার নিচে সমান্তরাল হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাও/কখন পথেরই সাথে, আর আমি এসব কিছুই হই না/আমি প্রতিদিন এবং দীর্ঘক্ষণ বেঁচেই থাকি বস্তুত সবসময়ই /আমার কষ্ট যন্ত্রণা শোক সব আমারই পোশাকের মতো লেগে থাকে...' উদ্ধার হয়েছে এই ব ইয়ে কবিকে লেখা তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ, জিরাফের শিস্ প্রসঙ্গে, ১৮জুলাই ১৯৭৬ সালে লেখা কবি ও অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের একটি চিঠি। যা আজও তরুণ প্রজন্মের জন্য প্রযোজ্য।ডঃ মিত্র লিখেছিলেন 'তুমি জিরাফকে এড়িয়ে গেলে পারতে। এটা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কার যেমন জীবনানন্দের পাখির নীড়ের মতো চোখ, অমিয় চক্রবর্তীর 'চেতন স্যাকরা' একজনের চশমা আরেকজনের চোখে লাগে না, একজনের দাঁত আরেকজনের মুখে বসে না। ভালো কবিদের ও এ কথাটা মনে করিয়ে দিতে হয়। আমি তোমার অনুগ্রাহী পাঠক হিসাবে কথাটা জানালুম। কিছু মনে করো না।' খ্যাতনামা শিল্পী নচিকেতা মাহাতোর মনোগ্রাহী প্রচ্ছদ শোভিত এই কবিতার বইটি সুমুদ্রিত।

গন্ধের মালা বদল
সমরেশ মণ্ডল। ঈশপ। বিষ্ণুপুর।
১৭০ টাকা।

ইলোরা থেকে প্রকাশিত হল দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্র। প্রথম সংখ্যাতে রয়েছে কবিরুল ইসলামকে লেখা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত চিঠি, স্থাপত্যের স্কেচ, সাহিত্যের নানা খবর, গ্রন্থআলোচনা এবং কবিতা। বিশিষ্ট কবি কালীকৃষ্ণ গুহ, সমরেশ মণ্ডল, তপন গোস্বামী, দেবাশিস দাস, কাকলি ভট্টাচার্য, রেইনি চৌধুরী প্রমুখ কবিদের কবিতা আছে এ সংখ্যায়। পত্রিকার সম্পাদক রেইনি চৌধুরী জানালেন, 'গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সবই প্রকাশিত হবে এ কাগজে। এমনকি ছবিও'। প্রথম সংখ্যার অলংকরণ করেছেন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলি লোকসভায় আবারও বিজেপির প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়, উলুধ্বনি দিয়ে তাকে স্বাগত কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হাতে গোনা কয়েকটা দিন। নির্বাচনের সলতে পাকানোর কাজটা অনেক আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছে সব রাজনৈতিক দলই। রাজনৈতিক দলগুলির চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকাও সামনে আসবে শীঘ্রই। সবার আগে ভোট প্রস্তুতিতে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়ল বিজেপি। শনিবার সন্ধ্যায় সর্বভারতীয় বিজেপি নেতৃত্ব লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। এবারেও হুগলি লোকসভা থেকে বিজেপির প্রার্থী হলে লকেট চট্টোপাধ্যায়। নাম ঘোষণার পরেই হুগলিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে গেরুয়া আবির খেলা শুরু করে। সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে তিনি হুগলির দলীয় কার্যালয়ে বিজেপি নেতা সুবীর নাগ, তুষার মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসমিট করেন। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি ভোটে হুগলি থেকে জিতেছিলেন লকেট। হুগলিতে তৃণমূল বিরোধী মুখ হিসাবে বিগত কয়েক বছরে একেবারে প্রথমসারিতে উঠেও এসেছেন। হুগলি থেকে এবারে পদ্ম শিবিরের তরফে কে প্রার্থী হবেন তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছিল। শনিবার সেই জল্পনার অবসান ঘটল। হুগলি লোকসভা থেকে বিজেপির প্রার্থী হলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়।

এদিকে শেষ বিধানসভা ভোট থেকে পুরসভা, পঞ্চায়েত, সব নির্বাচনেই কার্যত নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে বিজেপিকে। সেখানে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকায় বড় কোনও চমক থাকে কিনা সেদিকে নজর ছিল সকলেরই। এদিন প্রত্যাশা মতোই বিজেপির হেভিওয়েট নেত্রী তথা বিখ্যাত চলচিত্র অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় হুগলি লোকসভা থেকে প্রার্থী হলেন। এই বিষয়ে হুগলির বিজেপি নেতা ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, ২০২১ সালের ভোটের পর থেকে ২০২৪ সালের পরিস্থিতি অনেক পাল্টেছে। বাংলার মানুষ তৃণমূলকে আর চাইছে না। হুগলি থেকে লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রার্থী হওয়ায় তাকে আবারও স্বাগত জানাছি। মূলত, তিন চারটি ইস্যু নিয়ে বিজেপি লড়াই করবে এবং জিতবে। রাজ্যের আইন প্রশাসন ঠিক করা, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করা। চুরি আটকানো, তৃণমূল যতদিন থাকবে ততদিনে চুরি হবে তাই তৃণমূলকে পাল্টাতে হবে। রাজনীতিটা মানুষের জন্য নিজেদের পকেট ভরানো নয় এই উপলব্ধি বোধ ছড়িয়ে দেওয়া। এদিন প্রেসমিটে বিজেপির হুগলি লোকসভার প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, মানুষের আশীর্বাদে বিজেপি হুগলি লোকসভা থেকে জিতবে। চেনা মাঠে মানুষ বিজেপিকে আশীর্বাদ করবে। তৃণমূল আবারও পরাজিত হবে। এবার পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি আসনেই পদ্মফুল জিতছে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠনের পরেই রাজ্যে তৃণমূল সরকার ভেঙে যাবে। তৃণমূল নিজেদের মধ্যে খেলা হবে, খেলা হবে করে শেষ হয়ে যাবে। সবমিলিয়ে প্রার্থী ঘোষণার পরেই বিজেপি কর্মীরা উলুধ্বনি দিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে স্বাগত জানায়।

শিশু চোর সন্দেহে গণপিটুনি মহিলাকে, উদ্ধারে পৌঁছল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শিশু চোর সন্দেহে এক মহিলাকে ধরে গণপিটুনি দিলে উত্তেজিত জনতা। এমনকী বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে ওই মহিলাকে রীতিমতো জেরা করে এলাকার প্রমিলা বাহিনী। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরাটুলিতে। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করে ওই এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মধ্যবয়স্ক ওই মহিলাকে জনতার রোষ থেকে উদ্ধারের পর আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অচেনা এক মহিলা এদিন পুরাটুলি এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে সন্দেহজনক ভাবে উঁকি ঝুঁকি মারছিল। এরপরই ওই এলাকার এক গৃহস্থ মন্টু বাগচির বাড়িতে ঢুকে যায়। তার অল্পবয়সি সন্তান রয়েছে। তখনই ওই মহিলাকে হাতেনাতে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে। আর তারপরেই হইচই পড়ে যায় গোটা এলাকায়।

উল্লেখ্য, মালদায় ছেলেধরার ঘটনা নিয়েই যেমন গুজব ছড়াচ্ছে, তেমনি আতঙ্কে রয়েছে বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষেরা মধ্যে। আর এই ঘটনায় পুরাটুলিতে আবারও নতুন করে আতঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। যদিও ওই মহিলাকে স্থানীয় বাসিন্দারা জেরা করলেও সে তার নিজের নাম এবং ঠিকানা একেক সময় ভিন্নভাবে জানিয়েছে। তাতেই এলাকার মানুষদের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। এরপরই ওই এলাকার একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে দড়ি দিয়ে ওই মহিলাকে বেঁধে চলে চড়-থাপ্পর।

স্থানীয় বাসিন্দা ফাল্গুনী বাগচি জানিয়েছেন, এদিন তার বাড়িতে হঠাৎ করে ওই মহিলা ঢুকে পড়ে। সেই সময় তার সন্তান খেলাধুলা করছিল। কিছু নেওয়ার চেষ্টা করছিল। চুরির উদ্দেশ্যেই ওই মহিলা বাড়িতে ঢুকেছিল। তবে যেভাবে ছেলে ধরার আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে আমরা মনে করছি শিশু চুরি করতে হয়তো ওই মহিলা এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। এরপরই পাড়ার লোকজন জড়ো হয়। পরে পুলিশ হাতে তুলে দেওয়া হয়। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলাকে আপাতত আটক করা হয়েছে। সে তার নাম পরিচয় সঠিকভাবে জানায়নি। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মমতা এখন অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর: রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক প্রসঙ্গে কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। মমতাকে কটাক্ষ করে দিলীপ বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন, তাই সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন না, তিনি নিজের দল এবং নেতাদের বাঁচাতে অনেক কিছু করছেন।

শুক্রবার রাজভবনে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। বৈঠক শেষে মমতা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি এলে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েই থাকে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। আর এ প্রসঙ্গে শনিবার সকালে খড়গপুরে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, গতবার প্রধানমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) কোনও কথা বলেননি। এখন কিসের বাধ্যবাধকতা? শাহজাহান শেখের মতো নেতারা ধীরে ধীরে ইডি-র নজরদারিতে আসছে এবং দল ভেঙে পড়ছে। এজন্য তিনি নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করতে গিয়েছেন।

নরেন্দ্র মোদির সভায় মোবাইল ফোন চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় এসে খোয়া গেল মোবাইল থেকে আরাম্ভ করে সোনার জিনিস। সেই অভিযোগ নিয়ে শনিবার থানায় হাজির বিজেপি কর্মী সমর্থক। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূল বিজেপির রাজনৈতিক বিতর্ক। শুক্রবার ১ মার্চ আরামবাগে প্রশাসনিক সভা ও দলীয় সভা করতে এসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেই সভাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন ছুটে এসেছিলেন। আর সেখানেই ভিড়ের মধ্যে কারোর পকেট থেকে উধাও কয়েক হাজার টাকার মোবাইল ও মহিলাদের সোনার জিনিসপত্র। আবার কেউ অভিযোগ করছেন বিজেপির পার্টি অফিস থেকেই মোবাইল ফোন উধাও। সেই অভিযোগ জানাতে থানায় হাজির হয় বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এ বিষয়ে বিজেপি নেতৃত্ব বলেন তৃণমূল এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। বিজেপির সভায় তৃণমূলের লোকজনকে ঢুকিয়ে দিয়ে ছিনতাই করাচ্ছে। আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে করা অভিযোগের ভিত্তিতে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে সেখানে কিভাবে চুরি হয়। বিজেপির মধ্যেই চোর রয়েছে। অন্য লোককে দোষারোপ করে কোনও লাভ নেই। প্রসঙ্গত, দিল্লিতে তৃণমূলের এক সাংসদের ধরনা মঞ্চ থেকে নাকি মোবাইল চুরি হয়। সেই সময় রাজ্যের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তৃণমূল। ঠিক একই ভাবে আরামবাগে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় বিজেপি কর্মীদের মোবাইল ফোন চুরি যাওয়ায় বিজেপি নেতৃত্বের কটাক্ষ রাজ্য চোরেরা রাজস্ব চলছে। তাই সব জায়গায় চুরি। এই বিষয়ে গণেশ রায় নামে এক যুবক জানান, প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে এসেছিলাম। সভা শেষ হয়ে যেতেই বেরিয়ে আসার সময় গেটের ঠেলাঠেলিতে পকেট থেকে হঠাৎই উধাও হয়ে যায় মোবাইলটি। মাত্র দু'মাস আগে মোবাইলটি কেনা হয়েছে। অপরদিকে প্রদীপ হালদার নামে এক বিজেপি কর্মী জানান, বিজেপির কার্যালয় থেকে কখন যে পকেটে থেকে মোবাইল উধাও হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। এখন সমস্যার সমাধান করতেই হবে। সবমিলিয়ে এই ধরনের এক হেভিওয়েট নেতার জনসভা থেকে যদি প্রায় ৫০ থেকে ৬০ টা মোবাইল ফোন চুরি হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে যায়।

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৪.০৩.২০০৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U29244WB2006PTC108701
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	মেসার্স পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড ৪০/২/১জেড লেক রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	**২৯.০২.২০২৪** (নির্দেশ কপি গ্রহণের তারিখ : ০১.০৩.২০২৪)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৭.০৮.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**শ্রী মণীশ সন্তোষ বুচাসিয়া** (PCS IP RV_SFA) রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-002/IP-N00487/2017-2018/11449 এএফএ বৈধ ০৬.১১.২০২৪
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	৩০৬, ৪র্থ তল, ''গ্যালা মার্ট''সোবো সেন্টারের নিকট, সফল পরিসরের আগে, এসবিআই/ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের উপরে, দক্ষিণ ভোপাল, আহমেদাবাদ - ৩৮০০৫৮, গুজরাত ইমেল : manishbuchasiacs@gmail.com মোবাইল নং - ৯৮৯৮০৫৫৩৬৭
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	৩০৬, ৪র্থ তল, ''গালা মার্ট''সোবো সেন্টারের নিকট, সফল পরিসরের পাশে, এসবিআই/ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের উপরে, দক্ষিণ ভোপাল, আহমেদাবাদ - ৩৮০০৫৮, গুজরাত ইমেল : psearthibc@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	**১৪.০৩.২০২৪**
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয় অন্তর্বর্তী পেশাদার প্রস্তাবকের তথ্যানুসারে
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **পি.এস. আর্থ মুভারস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **২৯.০২.২০২৪ তারিখ এবং নির্দেশ গৃহীত ০১.০৩.২০২৪ তারিখে।**

পি.এস. আর্থ মুভারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১৪.০৩.২০২৪** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

শ্রী মণীশ সন্তোষ বুচাসিয়া

পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড

এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার

রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-002/IP-N00487/2017-2018/11449

আইন বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: সাধারণ দুঃস্থ মানুষদের জন্য আইনি পরিষেবা দিচ্ছে ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটি। শনিবার বারাসাতের কাজিপাড়ায় ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটির একটি কর্মশালা হয়। সেই অনুশাসনের পর এমনই মন্তব্য করে ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের প্রধান ডঃ কৌশিক ব্যানার্জি। তিনি আরও বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইন পরিষেবার ক্ষেত্রেও আধুনিক পরিষেবা এসেছে। সেক্ষেত্রে অপরাধ জগতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি ও কমপিউটিশনাল ইন্টেলিজেন্সি এর ব্যবহার হচ্ছে। মানুষ এবং আইনের ছাত্র-ছাত্রীদের সে বিষয়ে অবগত করতেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটির কর্মকর্তা ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ অনির্বাণ মজুমদার, অধ্যাপিকা ডঃ কবিতা সিং, অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত কুমার সাহা সহ অন্যান্যরা। ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রার মহুয়া পাল ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটির সম্পর্কে বলেন, আমরা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত শিক্ষা প্রদান করি তাই নয় সমাজের মানুষের জন্যও নানান পরিষেবা দিয়ে থাকি।

মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের বার্ষিক সম্মেলনে উঠল শোষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে উঠে এল মোবাইল কোম্পানিগুলির শ্রমিক শোষণের কথা। মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের অভিযোগ বিভিন্নভাবে কৌশলে মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের বাস্তবিক অর্থে শোষণ করে চলেছে কোম্পানিগুলি। আর এই বিষয়ে কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে পাশে থাকার আবেদন জানানো হলে ও তেমন কোনও সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের। শনিবার হাওড়ার বাগনানে হাওড়া জেলা মোবাইল টাওয়ার কনট্রাক্টর সিকিউরিটি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও টেকনিশিয়ান ইউনিয়নের ৮ম সম্মেলনে সভায় উঠে এসেছে এই তথ্য। সংগঠনের সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী জানান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের কোম্পানিগুলি পরোক্ষ শোষণ করে বলে জানা গিয়েছে। কম মাইনে দিয়ে বেশি ডিউটি করানো থেকে শুরু করে কর্মীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখা গিয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে। প্রয়োজনে আন্দোলন ও হবে।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বাহিনীর টহল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার সকাল থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে আধা সামরিক বাহিনীর টহল শুরু হয়েছে। শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এসে পৌঁছেছে ২ কোম্পানি আধা সামরিকবাহিনী। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই আধা সেনা এসে পৌঁছনোর ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে , এদিন মহিলা দুই কোম্পানি এসে পৌঁছেছে সি -২৩২ এবং ই- ২৩২। নির্বাচনের আগে সুষ্ঠভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এদিনই দুটি কোম্পানিকে দাসপুর ও মোহনপুর থানা এলাকায় পাঠানো হয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে জেলায় তৃণমূলের সঙ্গে জোর টক্কর হবে বিজেপির। তার আগে সব রকম গোলমাল ঠেকাতে তৎপরতা চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার সকাল থেকে দাসপুর এবং মোহনপুর এলাকার বিভিন্ন গ্রামে টহল দিয়েছে আধা সামরিক বাহিনী। পাশাপাশি গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের কাছে সমস্যা শুনছে, এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান হয়। কোনও সমস্যায় পড়লে যেন নিশ্চিন্তে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে জানানো হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনী এবং বেলপাহাড়ি এলাকাতেও।

যূনিয়ন বৈংক Union Bank of India

আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার-৭১৩২১৬, টেলিফোন- ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

ইজারায় প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক কর্তৃক-যথাযথভাবে নির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস পরিমাণ **১৪০০ বর্গফুট কমবেশি ১০** শতাংশ কার্পেট এরিয়া নির্মিত /নির্মীয়মাণ উখড়া, ব্লক-অন্ডাল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট দেখুন **https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx** বা **ই-প্রোকিওরমেন্ট** পোর্টাল **www.eprocure.gov.in/epublish/app**।

নির্ধারিত বয়ানে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় ০৩/০৪/২০২৪ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত

''টেকনিক্যাল বিড'' এবং ''প্রাইস বিড'' প্রস্তাব টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন/ড্রইং সহ দুই পৃথক সিলকরা খামে **১. টেকনিক্যাল বিড ২. প্রাইস বিড** শীর্ষাঙ্কিতভাবে গৃহীত হবে যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্মে রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর উক্ত ঠিকানায়,উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পূর্বে ।

টেকনিক্যাল টেন্ডার খোলা হবে উক্ত ঠিকানায় **০৩.০৪.২০২৪ তারিখে সন্ধে ৫ টায়।** টেন্ডার খোলার সময়ে জমির মালিক/তাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকতে পারেন। কোনও দালল বা মধ্যস্থকারী অনুমোদিত নয়।

ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

৫ মার্চ ধর্মঘট সফল করতে সিটুর পথসভা আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আগামী মঙ্গলবার ৫ মার্চ রাজ্যে পরিবহন ধর্মঘট সফল করতে ওয়েস্ট বেঙ্গল রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়াকার্স ফেডারেশন হুগলি জেলা প্রস্তুতি কমিটি সিটুর ধর্মঘট। শনিবার হুগলির আরামবাগের বাসস্ট্যান্ড চত্বরে আরামবাগের বাম সংগঠন সিটুর একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হল ধর্মঘট সফল করতে। উল্লেখ্য, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৬ (১) (২) ধারা বাতিল, এমভি অ্যাক্ট ২০১৯ শ্রমিক স্বার্থের সংশোধন এবং পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে ধর্মঘট সফল করতে পথে নামছে বাম শাখা সংগঠন সিটু। সিটু নেতৃত্বে দাবি, বিজেপি সরকারের নতুন আইন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৬ নম্বর ধারার উপধারা (১), (২)-তে পথ দুর্ঘটনায় কেউ আহত হলে ড্রাইভারকে তার চিকিৎসা করাতে হবে বা অপেক্ষা করতে হবে পুলিশ আসা পর্যন্ত। দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে ড্রাইভারদের স্থান হবে জেলে, জরিমানা ১০ লক্ষ টাকা বা ১০ বছরের জেল। সরকার নতুন আইন সংশোধন করে সংসদে এই কঠোর বিধান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত শ্রমিকদের আন্দোলন চলবে। বর্তমানে মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার পরিবহণ শিল্প বিরোধী নীতির কারণে সড়ক পরিবহণ ক্ষেত্রে গুরুতর সংকটের মধ্যে পড়েছে বলেও জানিয়েছেন সিটু নেতৃত্ব। পরিবহণ শিল্প ও শ্রমিক বিরোধী নীতিগুলি বাতিলের দাবিতে আগামী ৫ মার্চ রাজ্যজুড়ে পরিবহণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর সম্পাদক মমডলীর সদস্য পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগ মহকুমার সিটুর সম্পাদক সুদীপ্ত পোদ্দার, সিটু নেতা গণেশ অধিকারী, শেখ সাবির সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ

১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং** 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে **২০.০৩.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতা** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	**ক) শ্রী দীপায়ণ দাস, পিতা শ্রী শেখর বিশ্বাস, ঠিকানা :** ১২/২, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৭ **খ) বড়িশা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩বি, সুদৃশ্য টাইলসের মেঝে সমন্বিত সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ কমবেশি ৬৯৬ বর্গফুট চতুর্থ তলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চারতলা ভবনে নাম 'গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট', ১ বেড রুম,১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা অবস্থিত হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১,২,৩,৪ স্টেনা রোড, থানা : মহেশতলা, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা শ্যামপুর, জেএল নং ৪৬, আরএস দাগ নং ৮১০ এবং ৮১১, এলআর দাগ নং ১০১৪ এবং ১০১৫, আরএস খতিয়ান নং ০২৩৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫০, ১২৭৭, ৭৫৯, ১০১১, ৫২৯, ১১৮১ হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১,২,৩,৪, স্টেনা রোড, থানা : মহেশতলা, এডিএসআর অফিস বেহালা, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রয়াত সুকুমার বোস এবং অন্যান্যর পুকুর, দক্ষিণে : ১৫ ফুট চওড়া সরকার পাড়া রোড, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া শ্যামপুকুর স্টেনা রোড, পশ্চিমে : শ্রীমতি পূরবী সরকারের ভবন।	**৯,৩২,২৫৬.০০ টাকা (নয় লাখ বত্রিশ হাজার দুশো ছাপান্ন টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১২,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,২০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50502982369 ঙ) নেই**
	ক) মেসার্স ওয়েস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস (স্বত্বা : শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়া) এবং শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়া, ঠিকানা : পিতা প্রয়াত চন্দন কুশওয়া, ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থ তল, সুরধনি অ্যাপার্টমেন্ট বীরেন রায় রোড, পো. জোতে শিবরামপুর, কলকাতা, পিন - ৭০০১৪১ **খ) বরিষা শাখা**	স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭০৪ বর্গফুট সুরধনি অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থ তল (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) পো: জোতে শিবরামপুর, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আসুতি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : সরশুনা, আরএস দাগ নং ১, আরএস খতিয়ান নং ৯৬২, তৌজি নং ৪৭ এবং ৫১, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, ১২/সি/১ বাস স্ট্যান্ডের নিকট, স্বত্ব দলিল নং ৯৩৬২-২০০৬ সালের রাজ নারায়ণ কুশওয়ার নামে। **চৌহদ্দি নিম্নমতে :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), পূর্বে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন।	**৬৩,৫২,৯৯৯.০০ টাকা (তেষট্টি লাখ বাহান্ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকা)** ২০.০৪.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৪৯,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৯০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50185474998 ঙ) নেই**
	ক) শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমদার ঠিকানা : পিতা শ্রী মনোহর মজুমদার, ফ্ল্যাট নং সি৩, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, থানা : হরিদেবপুর,কলকাতা : ৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) বড়িশা শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং সি৩ (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) ৪র্থতলে ভবনে পরিমাণ ৮৪০ বর্গফুট কমবেশি ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, দুই বেড রুম, এক কিচেন তথা ডাইনিং, দুই বাথ রুম, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-১৬০৭০৪৩৭৪, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩৯০২২ থেকে ১৩৯০৬০, দলিল নং ১৬০৭০৪৩৭৪-২০১৬ সালের, এডিএসআরও বেহালা, জমির বিস্তারিত : জমির পরিমাণ ৬ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ২০৮৪, দাগ নং ৩১১২/৩১৯৪, পরগনা- খাসপুর, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, ওয়ার্ড নং ১২৪, পো : ঠাকুরপুকুর, থানা : হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমদারের নামে সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে ১৮ ফুট কেএমসি রোড, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩১/৩১৯৪, পূর্বে : শ্রী তাপস কুমার ঘোষের জমি, পশ্চিমে : বকুল চক্রবর্তীর জমি।	**১২,৭২,২৯০.০০ টাকা (বারো লাখ বাহাত্তর হাজার দুশো নব্বই টাকা)** ১৭.০১.২০২০ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ২৩,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50296601251 ঙ) নেই**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২০ মার্চ ২০২৪ (২০.০৩.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com**।

সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **''১৮০০১০২৫০২৬''** এবং **''০১১-৪১১০৬১৩১''** যোগাযোগ করুন।

ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতাগণের-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৩.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

অবৈধ ভাবে দামোদরের বালি ভিন রাজ্যে পাচারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডালে দামোদর নদ থেকে বালি পাচার চলছে বলে অভিযোগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির। অভিযোগ, দামোদর নদের মদনপুর ও নূপুর ঘাট থেকে অবৈধ ভাবে বালি তুলে তা পাচার করা হচ্ছে। মদনপুর ও সংলগ্ন নূপুর এলাকায় নদীঘাট থেকে অবাধে চলছে বালি তোলা ও পাচারের কাজ। এমনকী, নদীঘাটে সারি সারি ট্রাক্টর ও ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে বলেও অভিযোগ। জেসিবি মেশিন ও পাম্পের সাহায্যে নদ থেকে তুলে ঘাটের পাড়ে সেই বালি মজুত করা হচ্ছে। প্রতিদিন রাতের বেলা থেকে সকাল আটটা, ন'টা পর্যন্ত এইভাবে বালি তুলে মজুত করার কাজ চলে বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নামার পর মজুত করা বালি পাচার করা হচ্ছে ট্রাক ও ট্রাক্টরে লোড করে। নদীঘাট থেকে বালিবোঝাই গাড়িগুলি টপ লাইন হয়ে জাতীয় সড়ক ধরে চলে যায় বর্ধমান, কলকাতা সহ জেলা ও জেলার বাইরে বিভিন্ন গন্তব্যে। স্থানীয় বালি মাফিয়ারা সংগঠিত ভাবে অবৈধ পাচারের কাজ চালাচ্ছে বলে এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ।

বিষয়টি নিয়ে সিপিএম নেতা তুফান মণ্ডলের দাবি, স্থানীয় বালি কারবারিরা কিছুদিন চুপ থাকার পর ফের পাচারের কাজে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে নীরব। তাই প্রশাসনের ভূমিকাও সন্দেহজনক বলে দাবি করেন তুফানবাবু। বিজেপির রানিগঞ্জ বিধানসভার কনভেনার জয়ন্ত মিশ্র বলেন, 'অবৈধ বালি পাচার বন্ধ করার দাবিতে দলের পক্ষ থেকে আমরা অনেকবার পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ডেপুটেশন দিয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি।' অভিযোগের বিষয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর) অরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিষয়টি স্থানীয় ব্লক (অন্ডাল) ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে বলছি যে, ঘাটগুলি থেকে বালি পাচারের অভিযোগ আসছে সেই জায়গাগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে ব্যবস্থা নিতে।'

উল্লেখ্য, অবৈধ কয়লা, বালি, গোরু পাচার কাণ্ড নিয়ে রাজ্যে তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, শাসকদলের নেতা রয়েছেন জেল হেপাজতে। কিন্তু অবৈধ বালি পাচার কারবার এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বলেই দাবি।

ফের সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে পোস্টার বিধানসভার টিকিট বিক্রির অভিযোগ

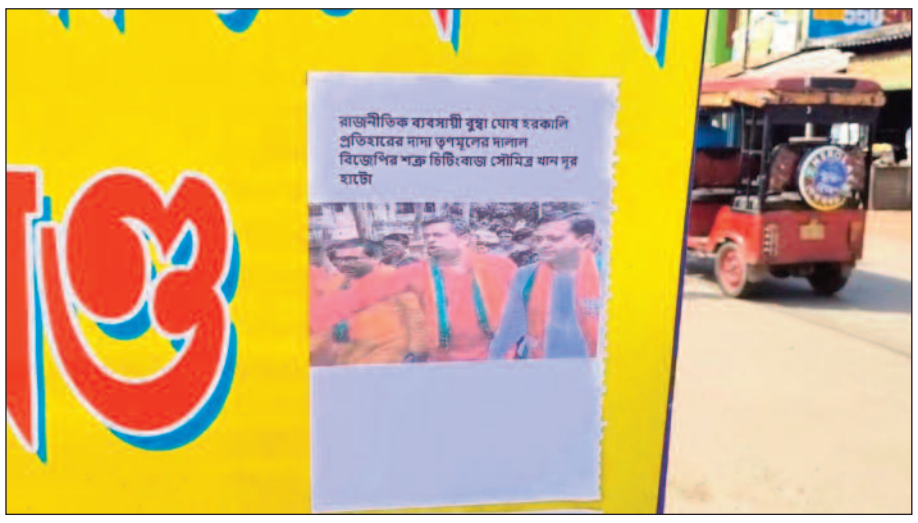

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লোকসভা নির্বাচনের আগে আবারও বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল। বিষ্ণুপুর রসিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় একাধিক পোস্টারে লেখা রয়েছে 'বিষ্ণুপুর বিধানসভার বিজেপি টিকিট বিক্রির মূল কান্ডারী রাতারাতি টিএমসির বুম্বাকে জয়েন করিয়ে টিকিট বিক্রির জন্য কত টাকা পেলে টিএমসির দালাল সৌমিত্র খাঁ জবাব দাও?' পাশাপাশি লেখা রয়েছে 'বিজেপির শত্রু তৃণমূলের দালাল বুম্বা ঘোষ, হরকালী প্রতিহারের দাদা দুষ্কৃতী তোলাবাজ সৌমিত্র খাঁ দূর হাঁটো।'

প্রসঙ্গত এই হরকালী প্রতিহার কোতুলপুর বিধানসভা ও তন্ময় ঘোষ ওরফে বুম্বা ঘোষ বিষ্ণুপুর বিধানসভায় বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করে পরবর্তীতে তাঁরা তৃণমূলে যোগদান করেন। পোস্টার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি।

সমগ্র বিষয় নিয়ে জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পোস্টার দিয়েছে তৃণমূলের লোকেরা, কারণ এবার লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সিটে বিজেপি জিতছে এবং বিষ্ণুপুর লোকসভা তো জিতছেই, যার জন্য তারা রাজনৈতিকভাবে লড়াইয়ে না পেরে এখন ব্যক্তি আক্রমণ করতে নেমেছে। যাঁরা এই ধরনের অভিযোগ করছেন, তাঁদেরকে বলুন কোর্টকাচারি আছে তাঁরা সত্যতা প্রমাণ করুক। কেউ বললেই তো সত্য হয়ে যায় না। এটা মানুষ ভালো ভাবে মেনে নেবে না।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তৃণমূল উন্নয়নে ব্যস্ত এই জাতীয় কালচারে কখনওই তৃণমূল বিশ্বাসী নয়, তৃণমূলের কোনও প্রয়োজনও নেই। জরাজীর্ণ গোষ্ঠীকোন্দলে উপদলে বিজেপি দল তাদের অন্দরের মধ্যেই বিভিন্ন রকম ক্ষোভ বিক্ষোভ চলছে, এখানে তৃণমূলের কোনও ব্যাপার নয়, এই পোস্টারে বিজেপির অন্দরের কোন্দল প্রকাশ পাচ্ছে।

ডিভিসির রঘুনাথপুরের আরটিপিসিএ দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শনিবার সকালে কৃষ্ণনগর থেকে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের দুমদুমিতে অবস্থিত ডিভিসির আরটিপিসিএর দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন ডিভিসির আরটিপিসিএ স্বামী বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জ্যোর্তিময় সিং মাহাত। এছাড়াও এলাকার তথা পারা ও রঘুনাথপুর বিধানসভার দুই বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউরি ও বিবেকানন্দ বাউরি উপস্থিত হয়েছিলেন। আরটিপিসিএর প্রকল্প অধিকর্তা চৈতন্য প্রকাশ জানান, প্রথম পর্যায়ের তৈরির সময় মোট ২ হাজার ৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই সেখানে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য নতুন করে জমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। ডিভিসির হাতে থাকা ১৫০ একর জমিতেই তৈরি হয়ে যাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্যুৎ কারখানা। দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ১১ হাজার ৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সাড়ে চার বছরেই এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হবে। এছাড়াও আরও প্রায় ১০০০ হাজারের মতো কর্মসংস্থান হবে বলে জানান প্রকল্পের অধিকর্তা চৈতন্য প্রকাশ।

'উত্তরপ্রদেশে ৭৮ লক্ষ ভুয়ো জবকার্ড বাতিলের দুর্নীতি কারও চোখে পড়ছে না'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: উত্তরপ্রদেশে ৭৮ লক্ষ ভুয়ো জবকার্ড বাতিল হয়েছে। সেই দুর্নীতি কারও চোখে পড়ছে না। যেখানে তদন্তকারী দল বলেছে এরাজ্যে কোনও দুর্নীতি হয়নি। তারপরেও বাংলার মানুষ নিজেদের হকের টাকা পাননি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই বাংলায় ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকরা টাকা পাননি। অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মানুষ সরব হবে। বাংলায় মানুষকে বঞ্চনা ছাড়া কেন্দ্র সরকার আর কিছুই দেয়নি। পানাগড়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ১০ মার্চ কলকাতার ব্রিগেডে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সভা করার কথা ঘোষণা করেছেন, তা এক ঐতিহাসিক সভা হবে। সারা রাজ্যের মানুষ ওই দিন সেই সভায় যোগদান করবেন। সেই সভা সফল করতে কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বৈঠক করেন। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্র সরকার কী ভাবে বঞ্চনা করে চলেছে দিনের পর দিন, তা সকলের সামনে তুলে ধরেন মন্ত্রী।

আগামী ১০ মার্চ কলকাতায় ব্রিগেড গ্রাউন্ডে তৃণমূলের সভা অনুষ্ঠিত হবে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'জনগর্জন' সভা। সেই সভা সফল করতে শনিবার বিকেলে পানাগড় বাজারের কমিউনিটি হলে কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা ভবানী ভট্টাচার্য, তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লকের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার, তৃণমূল নেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায়,পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য সহ অন্যান্যরা।

ফুরফুরা শরিফে ঐতিহাসিক ইসালে সওয়াব শুরু মঙ্গলবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির ফুরফুরা শরিফের ৩ দিনব্যাপী ঐতিহাসিক ইসালে সওয়াব শুরু হবে ৫ মার্চ মঙ্গলবার। শেষ হবে ৮ মার্চ সকালে। দরবার শরিফের তরফে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষে বলা হয়েছে, গত বছরে ৪০ লক্ষ মানুষের ভিড়ের নজিরকে ছাপিয়ে যাবে চলতি বছরের এই সভা। এশিয়ার বিখ্যাত এই পবিত্র ধর্মীয় মাহফিলে উপস্থিত হবেন বাংলাদেশ, অসম ও ত্রিপুরা-সহ উপমহাদেশের অসংখ্য মানুষ। এই তিনদিনে অজস্র ধর্মপ্রাণ মানুষ আসবেন নিজেদের আত্মশুদ্ধির জন্য। মোজাদ্দেদে জামান উলিল আমর আমিরুশ শরিয়ত ফুরফুরা শরিফের পীর আল্লামা শাহ আবু বকর সিদ্দিকি ওরফে দাদা হুজুর রহ, নিজে এই ঐতিহাসিক মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮৯১ সালে। সেই সময় মাত্র আড়াইসের বাতাসা দিয়ে সভার সূচনা করেছিলেন। তারপর সবটাই এখন ইতিহাস, ঠাঁই পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে। পীর সাহেবদের কাছে আশীর্বাদ নিতে আসেন বিভিন্ন দলের রাষ্ট্রনেতারা। এই চত্বর পরিণত হয়েছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মিলন ক্ষেত্র। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনহিতকর কাজ থেকে শুরু করে মহিলাদের শিক্ষার বিকাশের পাশাপাশি সমাজ সংস্কারের অসামান্য অবদান দাদা হুজুর রেখে গিয়েছেন। সেই গৌরবময় ইতিহাস আজও সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে। স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা সর্বজনীন। বলা যায়, মানবকল্যাণের প্রতি ফুরফুরা শরিফের অবদান অনস্বীকার্য। পরম্পরা মেনে এবং পরীক্ষার জন্য বিনা মাইকে সভা পরিচালিত হয়, এটাই বিশেষত্ব।

এখানে মহিলাদের আসা ও নেশাকর দ্রব্য সেবন করা নিষেধ। মাজার ও প্রার্থনা স্থান-সহ দর্শনীয় একাধিক জায়গা সেজে উঠেছে। রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন মিষ্টি ও পসরার দোকান রয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে দরবারের চারিদিকে নতুন করে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। মানুষের সেবার জন্য পীরসাহেব, অসংখ্য পীরজাদা ও তাঁদের বহুমুখী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোও তৈরি।

ভরাট পুকুর ফের আগের অবস্থায় ফেরাতে আর্থমোভার দিয়ে খনন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোতুলপুরে পুকুর মাঠ হয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছিল বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বাগরোল গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি পুকুর ছিল, যা শুধু এলাকার মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য ছিল তাই নয় এই পুকুরের জল ব্যবহার করা হত এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে সেচের কাজেও।

স্থানীয়দের দাবি, সম্প্রতি বাইরে থেকে মাটি এনে রাতারাতি ভরাট করে পুকুর সমান করে ফেলা হচ্ছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই পুকুরের সামান্য অংশের মালিক নিতাই চন্দ্র রায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। পুকুরের একটা বড় অংশ কিনে মুজিবর রহমান খান নামের এক ব্যক্তি তা ভরাট করে দিয়েছিলেন বলে দাবি।

এরপর এই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা। তাঁরা কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন পুকুরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য। এরপর রীতিমতো বাধ্য হয়েই পুকুরের বর্তমান মালিক পুকুর থেকে মাটি সরিয়ে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। পাশাপাশি পুকুর মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল পুকুরের পাশে খাল বন্ধ করে দেওয়ার। এবার পুকুরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই বন্ধ খালকেও আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন পুকুর মালিক।

পুকুর কর্তৃপক্ষের দাবি, সরকারের নির্দেশমতো পুকুর খনন করা হচ্ছে এবং পুকুরের মাটি পুকুরের পাড় বাঁধানোর কাজ চলছে। পুকুরের পাশ দিয়ে লাগানো হবে একাধিক গাছ। সমগ্র ঘটনায় খুশি এলাকার কৃষকরা। তারা জানাচ্ছেন, এবার হয়তো আগের মতোই তাঁরা কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় জলসেচ করতে পারবেন।

ইলেকট্রিক পোলে লরির ধাক্কায় আগুন ট্রান্সফরমারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শুক্রবার রাতে বিষ্ণুপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বৈলাপাড়া সংলগ্ন এলাকায় একটি ইলেকট্রিক পোলে ধাক্কা মারে ১২ চাকা একটি লরি। লরির ওপরেই ভেঙে পড়ে ইলেকট্রিক পোলটি। এই ঘটনায় কয়েক মিটার দূরে ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়, খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর থানায় এবং বিষ্ণুপুর দমকল বিভাগে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ এবং দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন। দমকলের একটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, হঠাৎ করে আগুন লাগায় তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দমকল বিভাগের দাবি, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ইলেকট্রিক দপ্তরের সুপারভাইজার জানান, দুর্ঘটনার জন্যই ট্রান্সফরমারে আগুন লেগেছে।

বর্ধমানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বুটের আওয়াজ জানান দিচ্ছে দোরগোড়ায় ভোট। শনিবার সকাল সকাল বাড়ির সামনে দিয়ে আধাসেনা জওয়ানদের বুটের আওয়াজেই বর্ধমান শহরের মানুষ বুঝতে পেরে গিয়েছেন ভোটের আর বেশি দেরি নেই। শুক্রবার সন্ধ্যায় বর্ধমানে ঢুকেছে দুই কোম্পানি আধাসেনা জওয়ান। যার মধ্যে এক কোম্পানি পাঠানো হয়েছে কাটোয়ায় আর এক কোম্পানি রয়েছে বর্ধমান শহরে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বর্ধমানের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। শনিবার সকাল সকাল বর্ধমান শহরে বিভিন্ন জায়গায় রুটমার্চ করেন জওয়ানরা। এদিন লদীপুর মাঠ, রেললাইন ধার, মেহেদিবাগান দুর্গা মন্দির, বাদশাহী রোড জিটি রোড সহ বিভিন্ন জায়গায় চলে রুট মার্চ।

অপহৃত নিরঞ্জন দাস উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জামশেদপুর বিরসা নগর এলাকা থেকে অপহৃত নিরঞ্জন দাসকে উদ্ধার করল পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অপহরণকারী ৫ ব্যক্তি সহ অপহৃত নিরঞ্জন দাস ও গাড়িটিকে উদ্ধার করল পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশ।

সূত্র মারফত খবর, ঘটনার বিষয়ে নিরঞ্জন দাসের স্ত্রী জামশেদপুরের স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানালে, তড়িঘড়ি দুই রাজ্যের পুলিশ জামশেদপুর ও পুরুলিয়ার পুলিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ করে তৎপরতার মধ্যেই বিভিন্ন সূত্র ধরে অভিযানে নামে। পুরুলিয়া জেলা পুলিশ দ্রুত নির্দেশ দেয় বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশকে ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার। অপহরণকারীর দলটি সকলেই বাঘমুণ্ডি থানার বাসিন্দা। তাঁরা হলেন চমন খান, তপন রজক, করুনা রজক, সুদীপ রায় ও বিকাশ সিং। এঁদের প্রত্যেকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আরও জানতে পারা যায়, চমন খান ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আজসু দলের পুরুলিয়া জেলা পরিষদের প্রার্থীর হয়ে ভোটে লড়াই করেছিলেন।

ফের আগুন শুশুনিয়া পাহাড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পাতা ঝরার মরশুমে শুশুনিয়া পাহাড়ে ফের আগুন লাগল। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান স্থানীয়রা। পাহাড়ে আগুন লাগার কারণে বন্যপ্রাণ ও বনজ সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কা থাকছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ বন দপ্তর পাহাড়ে আগুন লাগার খবর পৌঁছতেই ছাতনা বন দপ্তরের কুড়িজনের টিম পৌঁছে যায় শুশুনিয়া পাহাড়ের বড়চুড়ায়। প্রতিবছরেই শুশুনিয়া পাহাড়ে আগুন লাগার কারণে উদ্বিগ্ন বন দপ্তরও। লাগাতার প্রচার অভিযান চালানো হলেও, মানুষের সচেতনতার অভাবকেই দায়ী করছেন ছাতনা ফরেস্ট রেঞ্জ আধিকারিক এশা বোস। তবে টানা দু ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন বনকর্মীরা। কী কারণে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান ছাতনা ফরেস্ট রেঞ্জ আধিকারিক।

নরকঙ্কাল উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নরকঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার দেওয়ানদিঘি থানার মির্জাপুর এলাকায়। শনিবার সকালে এলাকার একটি পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় বন্ধ রাইস মিল থেকে নরকঙ্কালটি উদ্ধার হয়। প্রথমে নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে, ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে পৌঁছয় দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ। নরকঙ্কালটি পুরুষ না মহিলার, তা স্পষ্ট ভাবে কেউ জানাতে পারেননি। যদিও নরকঙ্কালের পাশে পড়ে থাকা পোশাক ও জুতো দেখে পুরুষের বলে অনুমান স্থানীয়দের।

বিধায়ক নরেন্দ্রনাথের সহায়তায় নয়া জীবন বালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বিধায়কের সহায়তা ও প্রচেষ্টায় মাথায় জটিল অস্ত্রোপচারের পর নতুন জীবন ফিরে পেল ৬ বছরের বালক। সুস্থ শিশুকে সঙ্গে নিয়ে বিধায়কের সঙ্গে দেখা করে কৃতজ্ঞতা জানালেন শিশুর বাবা-মা।

ইশান শেখ, বয়স ৬ বছর, নবগ্রামের ডাঙাল পাড়ায় বাড়ি বাবা খাইরুল শেখ রিকশাচালক, মা হেনা বিবি গৃহবধূ। মাস দু'য়েক আগে খেলা করতে করতে হঠাৎ মাথার ওপর ভর দিয়ে পড়ে যাই ইশান। দুর্ঘটনায় গভীর চোট লাগে মাথায়। চিড় ধরে মাথার খুলিতে, প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়, কিন্তু তাতে বিপদমুক্ত হয়নি ইশান। চিকিৎসকরা জানান, মাথায় জটিল অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন, যা যথেষ্ট খরচা সাপেক্ষ। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় ছেলের চিকিৎসা করানো নিয়ে মহা বিপদে পড়ে শিশুটির বাবা ও মা।

বিষয়টি জানতে পারেন এলাকার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি শিশুটির বাবা-মাকে ডেকে ছেলের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন। এককালীন আর্থিক সাহায্যও করেন। এরপর বিধায়কের প্রচেষ্টাতে চিকিৎসার জন্য ইশানকে ভর্তি করা হয় কলকাতার পিজি হাসপাতালে। সম্প্রতি সেখানকার বিশেষজ্ঞ শৈল চিকিৎসকরা তার মাথায় অপারেশন করেন। করোটিতে লাগানো হয় ধাতু প্লেট। অস্ত্রোপচার সফল হয় বলে জানান চিকিৎসকরা। অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ ইশানকে নিয়ে সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছেন তার অভিভাবকরা। আজ শনিবার সুস্থ ইশানকে নিয়ে বিধায়কের সঙ্গে দেখা করেন তার মা হেনা বিবি। কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানান বিধায়ককে। শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে আদর করেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ।

বেঙ্গালুরু ক্যাফেতে বিস্ফোরণের জের দিল্লিতে জারি হাই অ্যালার্ট

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ: বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরমের ক্যাফেতে বিস্ফোরণকাণ্ডে আহতের সংখ্যা বেড়ে ১০। শুক্রবার দুপুরের ঘটনার জেরে গোটা দেশে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এ বার দিল্লিতেও নিরাপত্তা জোরদার করল পুলিশ। রাজধানীতে এমন হামলার ঘটনা ঘটতে পারে, তেমন আশঙ্কা করছেন গোয়েন্দারা। তাই দিল্লির বিশেষ কয়েকটি জায়গাকে চিহ্নিত করে 'হাই অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

দিল্লি পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তা সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, 'জনবহুল এলাকা বিশেষ করে রাজধানীর বাজার এবং তার সংলগ্ন এলাকাতে পুলিশি নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'বাজার সমিতিগুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি তারা কোনও সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায়, তবে অবিলম্বে তা স্থানীয় থানায় জানাতেও বলা হয়েছে।' পাশাপাশি বাজার এলাকার সিসিটিভিগুলি সক্রিয় রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দিল্লি পুলিশের আর এক কর্তাকে উদ্ধৃত করে 'এনডিটিভি' জানিয়েছে, যদি কোথাও বোমা বা বিস্ফোরক মেলে, তবে তা দ্রুত নিষ্ক্রিয় করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বম্ব স্কোয়াডকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার দুপুরে কেঁপে ওঠে কুন্দালাহাল্লি এলাকার রামেশ্বরম ক্যাফে। খোদ কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া নিশ্চিত করেছেন যে, বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য একটি আইইডি ব্যবহার করা হয়েছিল। উপমুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার জানিয়েছেন, সিসিটিভিতে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা গিয়েছে। অভিযুক্তের বয়স আনুমানিক ২৮ থেকে ৩০ বছর।

যদিও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে ধরতে পারেনি পুলিশ। বিস্ফোরণের নেপথ্যে কী কারণ ছিল, সেটাই জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী অফিসারেরা। এর মধ্যেই বিস্ফোরণের একটি সিসিটিভি ফুটেজ সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, দাম মেটানোর কাউন্টারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গ্রাহকেরা। আচমকা বিস্ফোরণ। তার পরেই কয়েক জন ছিটকে পড়েন। তার পরেই ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল পুলিশ, বম্ব স্কোয়াড, ফরেন্সিক দল। তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ-ও।

গুগল প্লে স্টোর থেকে ভারতীয় অ্যাপ সরানো নিয়ে আলোচনা চায় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ: গুগলের প্লে স্টোর থেকে মুছে ফেলা হয়েছে ভারতীয় ১০টি অ্যাপ। পরিষেবা মাশুল না মেটানোর জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে গুগল। তার পরই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ শুরু করল নরেন্দ্র মোদি সরকার। গুগলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে বিষয়টি আলোচনা করতে চান বলে জানান কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

শুক্রবার থেকে ভারতীয় অ্যাপ সরানোর কাজ শুরু করেছে গুগল। সূত্রের খবর, প্রথম ধাপেই ১০টি অ্যাপ সরানো হয়েছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে ভারতীয় স্টার্ট-আপ মহল। যদিও সংস্থার দাবি, ওই মাশুল তাদের অ্যান্ড্রয়েড ব্যবস্থা ও প্লে স্টোরের সহায়ক পরিবেশ গড়তে সাহায্য করে। গুগল ঠিক কোন কোন অ্যাপ সরিয়েছে, তা অবশ্য প্রকাশ্যে আনা হয়নি। তাদের মধ্যে শাদি, ম্যাট্রিমনি ডট কম, ভারত ম্যাট্রিমনি, ওডিও অ্যাপ কুকু এফএম ও দু'একটি ডেটিং অ্যাপ রয়েছে বলে খবর।

গুগলের এমন সিদ্ধান্তের খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। বাতিল হওয়া অ্যাপগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই কোনও না কোনও স্টার্ট-আপ সংস্থা। এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ভারত ম্যাট্রিমনির প্রতিষ্ঠাতা মুরুগাভেল জানকীরামন দাবি করেন, এটি ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রে দেশের কালো দিন।

ভারতীয় স্টার্ট-আপ কোম্পানিগুলি যাতে কোনও ক্ষতির মুখে না পড়ে, তা ঠিক করতে উদ্যোগী হলেন অশ্বিনী। তিনি জানান, এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। গুগল কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার আধিকারিকদের বৈঠকে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'ভারতের বৃহৎ এবং ক্রমবর্ধমান স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম রয়েছে। তার স্বার্থরক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমি আমাদের স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতা কমিশন এর আগে গুগলের ১৫ শতাংশ-৩০ শতাংশ পর্যন্ত ওই মাশুল কাঠামো বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এ সংক্রান্ত মামলায় মাশুল আরোপ করা এবং তা না দিলে অ্যাপ সরানো নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট-সহ দু'টি আদালতের সম্মতি পায় গুগল। কিন্তু তারা ১১ শতাংশ-২৬ শতাংশ মাশুল চাপানোর পরে তা বন্ধ করাতে উদ্যোগী হয় কিছু ভারতীয় স্টার্ট-আপ সংস্থা। তাদের দাবি, একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগে অ্যাপ ব্যবহারের টাকা মেটানোর ক্ষেত্রে শুধু মাত্র তাদের নিজস্ব পদ্ধতিই মানতে সংস্থাগুলিকে বাধ্য করে গুগল।

আফ্রিকা থেকে গ্রেপ্তার কুখ্যাত গ্যাংস্টার মহম্মদ গউস নিয়াজি

কেপটাউন, ২ ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এক কর্মীকে খুনে অভিযুক্ত ছিলেন কুখ্যাত গ্যাংস্টার মহম্মদ গউস নিয়াজি। পলাতক ওই দুষ্কৃতীকে ধরিয়ে দিতে পারলে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করা হয়েছিল এনআইএ-র তরফে। শেষ পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে নিয়াজিকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। শুরু গিয়েছে দুষ্কৃতীকে ভারতে ফেরানোর প্রক্রিয়াও।

নিয়াজি পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া বা পিএফআইয়ের অন্যতম শীর্ষনেতা। ২০১৬ সালে বেঙ্গালুরুতে খুন হন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অন্যতম সদস্য রুদ্রেশ। ওই ঘটনার পরে ভারত ছেড়ে একাধিক দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন অভিযুক্ত পিএফআই নেতা। শুরুতে গুজরাত পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী শাখা (এটিএস) নিয়াজির গতিবিধির উপর নজর রাখছিল। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে অভিযুক্ত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নিয়েছিল এটিএস। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছিল দুষ্কৃতীর গতিবিধির বিষয়ে। শেষ পর্যন্ত সেখানেই এএনআইয়ের জালে ধরা পড়ল নিয়াজি। এএনআই সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তারির পর গ্যাংস্টারকে ভারতে ফেরানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। নিয়াজিকে মুম্বইয়ে আনা হবে। সেখানেই আরএসএস নেতার হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হবেন অভিযুক্ত।

আমেরিকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ভারতীয় নৃত্য শিল্পীর, তদন্তে পুলিশ

শিকাগো, ২ ফেব্রুয়ারি: এবার আমেরিকায় ভারতীয় নৃত্য শিল্পীর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য। আমেরিকায় বাংলার নৃত্যশিল্পীর মৃত্যুর তদন্ত শুরু করল মার্কিন পুলিশ। গোটা ঘটনাটি নিয়ে মুখ খুলেছে শিকাগোর ভারতীয় কনসুলেটও। উল্লেখ্য, শুক্রবারই জানা যায় আমেরিকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে সিউড়ির নৃত্যশিল্পী অমরনাথ ঘোষের।

শনিবার গোটা ঘটনা নিয়ে বার্তা দেয় ভারতীয় দূতাবাস। শিকাগোর ভারতীয় কনসুলেটের তরফে বলা হয়, তপ্রয়াত অমরনাথ ঘোষের পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি গভীর সমবেদনা রইল। গোটা ঘটনার দিকে আমরা নজর রাখছি। ইতিমধ্যেই মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে সেন্ট লুইসের পুলিশ। তাদের সঙ্গে সমস্ত সহযোগিতা করব। ভারতীয় নৃত্যশিল্পীর উপর বন্দুকবাজের হামলার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে কনসুলেট। প্রয়াত নৃত্যশিল্পীর পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে শিকাগোর কনসুলেটের তরফে। উল্লেখ্য, অমরনাথের

মৃত্যুর খবর পেয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের কাছে সুবিচারের আবেদন জানান বন্ধু দেবলীনা ভট্টাচার্য। ভারতীয় দূতাবাসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এই জনপ্রিয় টিভি অভিনেত্রী বলেন, মার্কিন মুলুকে ওর আরও কিছু বন্ধু শেষকৃত্যের জন্য মরদেহ আনার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই বিষয়ে এখনও কোনও খবর নেই। কেন আমেরিকায় গিয়ে এই পরিণতি হল বাংলার নৃত্যশিল্পীর, তার বিচার চেয়েছেন দেবলীনা।

জানা গিয়েছে, অমরনাথের মা তিন বছর আগেই মারা গিয়েছেন। আর শৈশবেই বাবাকে হারিয়েছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার অমরনাথের কাকা-কাকিমার কাছে তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। তবে বাঙালি নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু ঘিরে প্রচুর ধোঁয়াশা ছিল পরিবারের মনে। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে অমরনাথের পরিবার। তার পরেই ঘটনাটি নিয়ে মুখ খোলে শিকাগোর ভারতীয় কনসুলেট।

দাম্পত্য জীবনে অশান্তি হলেও সন্তানকে উস্কাতে পারে না মা

পর্যবেক্ষণ দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ: দাম্পত্য জীবনে যতই অশান্তি হোক, সন্তানকে ব্যবহার করে তার প্রতিশোধ নিতে পারেন না মা। একটি মামলায় এমনটাই মন্তব্য করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, সন্তানকে তার বাবার বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে পারেন না মা। তা আসলে মানসিক নির্যাতনের শামিল। মহিলার বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন যুবক। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে হাইকোর্ট বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করেছে।

স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ চেয়ে আদালতে গিয়েছিলেন ওই যুবক। পারিবারিক আদালত বিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। তার পর সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে যুবক দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন জানান। বিচারপতি সুরেশ কুমার কাইত এবং বিচারপতি নীনা বনসল কৃষ্ণার ডিভিশন বেঞ্চ নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে। যুবককে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছে আদালত।

বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, কোনও ব্যক্তি স্বামী হিসাবে খারাপ হতে পারেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বাবা হিসাবেও খারাপ হবেন, এটা ধরে নেওয়া উচিত নয়। দম্পতির মধ্যে যতই অশান্তি হোক, যতই মনের অমিল থাক, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সন্তানকে একে অপরের বিরুদ্ধে 'লড়াইয়ের হাতিয়ার' হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন না।

আদালত আরও জানিয়েছে, স্বামীর নামে সন্তানের কাছে নিন্দা করে বাবা-মেয়ের সম্পর্ককে বিষিয়ে দেওয়া ঘোর মানসিক নির্যাতনের শামিল। একে সমর্থন করা যায় না। মায়ের এই আচরণ শিশুর পক্ষেও অমানবিক।

উল্লেখ্য, দিল্লির ওই দম্পতি ১৯৯৮ সালে বিবাহিত জীবন শুরু করেছিলেন। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। সম্প্রতি স্ত্রীর বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে যুবক আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন জানান। তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ, যুবক পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই খবর পেয়ে মহিলা তাঁদের ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ভাড়া বাড়িতে যান। পুলিশকেও খবর দেন। মহিলার বক্তব্য শুনে আদালত জানিয়েছে, এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। মহিলা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের আবেগকে বশে রাখতে পারেননি।

বাইকে ভারতভ্রমণে এসে স্বামীর সামনেই গণধর্ষিতা স্পেনের মহিলা!

রাঁচি, ২ মার্চ: স্বামীর সঙ্গে বাইকে চেপে ভারতভ্রমণে এসে গণধর্ষণের শিকার স্পেনের মহিলা। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলায়। শনিবার ওই বিদেশি মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩ অভিযুক্তকে। নির্যাতিতার মেডিক্যাল রিপোর্ট করার পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, স্বামীর সঙ্গে বাইকে চেপে ভারতভ্রমণে এসেছিলেন স্পেনের ওই মহিলা। শুক্রবার রাতে দুমকা জেলার কুঞ্জি গ্রামে এক নির্জন জায়গায় টেন্টে ছিলেন দম্পতি। সেখানেই নির্যাতনের শিকার হন মহিলা। নির্যাতিতার দাবি অনুযায়ী, দুমকা হয়ে শুক্রবার ভাগলপুর যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। পথে এক শুনশান জায়গায় তাঁবুতে থাকার সিদ্ধান্ত নেন ওই দম্পতি। রাতে সেখানে তাঁদের আক্রমণ করেন ৮-১০ জন দুষ্কৃতী। দম্পতিকে মারধোর করার পাশাপাশি মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। হেনস্থার শিকার হয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। ঘটনার তদন্তে নেমে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ট্যুরিস্ট ভিসাতে বাইকে চেপে ভারতে ঘুরতে এসেছিলেন স্পেনের ওই দম্পতি। স্পেন থেকে বাইকে প্রথমে পাকিস্তান, তারপর বাংলাদেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তাঁরা। বিহার হয়ে নেপাল যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। তবে ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলায় প্রবেশ করার পর নির্যাতনের শিকার হন ওই বিদেশি মহিলা! ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রশাসনের ভয় উপক্ষো করে নাভালনির শেষকৃত্যে সামিল হাজার মানুষ

কিভ, ২ ফেব্রুয়ারি: মস্কোতেই সমাধিস্ত করা হল রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনিকে। প্রিয় নেতাকে শেষ বিদায় জানাতে এসেছিলেন হাজার হাজার মানুষ। রুশ প্রশানের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেই সকলের গলায় শোনা যায় পুতিন-বিরোধী স্লোগান। নাভালনির দেহ হাতে পেতে কার্যত যুদ্ধ করতে হয়েছিল তাঁর পরিবারকে। দেহ কবর দেওয়া নিয়েও আরোপ করা হয়েছিল নানা বিধিনিষেধ। নিষেধাজ্ঞা ছিল স্মরণসভা নিয়েও। কিন্তু শুক্রবার কোনও কিছুই আটকাতে পারেনি সাধারণ মানুষকে।

এদিন মস্কোর মারইনোর চার্চ অফ দ্য আইকন অফ দ্য মাদার অফ গডে নাভালনির শেষকৃত্যের আয়োজন করা হয়। এক সময় এই শহরেই থাকতেন নাভালনি। এদিন প্রিয় নেতাকে বিদায় জানাতে আসেন বহু মানুষ। কিন্তু কাউকেই চার্চের ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। গেটের বাইরে থেকেই সকলে একবার নাভালনিকে শেষবার দেখার অনুরোধ জানান। বরিসভস্কয় কবরস্থানেও ভিড় করেন শয়ে শয়ে মানুষ। সেখানেও শোনা বলা পুতিন-বিরোধী স্লোগান। অনেকেই চিৎকার করে বলেন, আর যুদ্ধ নয়। আমরা পুতিনহীন রাশিয়া চাই। কেউ কেউ বলেন, নাভালনি তুমি সর্বদা আমাদের হৃদয়ে থাকবে। আমাদের ক্ষমা করো। গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় রাশিয়ায় আসেননি নাভালনির স্ত্রী ইউলিয়া নাভালনায়া। স্যোশাল মিডিয়াতেই স্বামীকে বিদায় জানিয়ে লিখেছেন, '২৬ বছরের ভালোবাসা ও আনন্দের জন্য ধন্যবাদ।' গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রুশ জেল থেকে নাভালনির মৃত্যুর খবর মিলেছিল। তার পর থেকেই সরগরম হয়ে ওঠে রাশিয়ার রাজনীতি। 'পুতিন-বিরোধী' নেতার মৃত্যুর কারণ নিয়ে একের পর এক চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়। প্রায় ১ সপ্তাহ পর ছেলের দেহ দেখার অনুমতি পান নাভালনির মা। পুতিনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন নাভালনির স্ত্রী ইউলিয়া। তিনি অভিযোগ করেন। পুতিন এবং মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবায়ানিন এর জন্য দায়ী। আমরা অ্যালেক্সেইর স্মরণসভা করার জন্য কোনও জায়গা পায়নি। ক্রেমলিনের লোকেরাই ওঁকে মেরেছে। তার পর তাঁর দেহ নিয়ে উপহাস করেছে। ওঁর মাকে নিয়ে উপহাস করেছে। এখন ওরা অ্যালেক্সেইর স্মৃতি নিয়েও উপহাস করবে। জানা গিয়েছে, মস্কোর একাধিক চার্চ নাভালনির শেষকৃত্য করতে অস্বীকার করে। শুক্রবার জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল রুশ প্রশাসন। কিন্তু সব নিষেধ উড়িয়ে রাশিয়ার একাধিক রাস্তায় ভিড় করে বহু মানুষ। এদিন গোটা রাশিয়া প্রায় ৬৭ জনকে আটক করা হয়। গত ১৬ ফেব্রুয়ারির পর থেকে নাভালনির মৃত্যু নিয়ে সেভাবে কিছুই বলতে শোনা যায়নি ক্রেমলিনের তরফে। শুক্রবার ক্রেমলিন জানিয়েছে, 'নাভালনির পরিবারের প্রতি আমাদের কিছুই বলার নেই।' রুশ জেল কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছিল, স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হয়েছে নাভালনির। কিন্তু এই মৃত্যু নিয়ে দানা বেঁধেছে রহস্য। যার উত্তর হয়তো নাভালনির সঙ্গেই কবরে চাপা পড়ে গিয়েছে।

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 36/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 10 nos Civil works. Bid Submission start-**01/03/2024**, Ends-**16/03/2024** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No. 2024_ZPHD_678319_1, 2024_ZPHD_ 678330_1,2024_ZPHD_ 678341_1,2024_ZPHD_678351_1,2024_ZPHD_678366_1, 2024_ZPHD_678378_1 & 2024_ZPHD_678386_1** are dated **01-03-2024.** Last date of tender dropping **09-03-2024 up to 06.00 P.M.** and opening date of the tenders **12-03-2024 at 09.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

LAKSHMISAGAR GRAM PANCHAYAT
PO Lakshmisagar, DIST.-BANKURA
e-NIT No-17/LAK/2023-24 vide memo no 32/LAK/ 2023-24 dated 02.03.2024. It is here invited E-tender by the Pradhan, Lakshmisagar Gram Panchayat for 06 no works (Last date of Dropping **09.03.2024 up to 6PM)** will be available from the office of the undersigned in working days and the website **www.wbtenders.gov.in/ bankura.gov.in**
Sd/- Pradhan
Lakshmisagar Gram Panchayat.

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID 2024_ZPHD_678602_1 to 2024_ZPHD_678602_3, 2024_ZPHD_678620_1 and Tender ID: 2024_ZPHD_678656_1 are dated 02/03/2024.** Last date of tender dropping **11/03/2024 up to 06.00 P.M.** and opening date of tender **14/03/2024 09.00 A.M.** For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender (2nd Call)
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 2 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-11/GG-I/SL.- 01/2023-24 & Memo No.: GG-I/83/1-16 & WB/BWN/NIT-12/GG-I/SL.- 01/2023-24 & Memo No.: GG-I/84/1-16, Date: 28.02.2024. Tender ID : 2024_ZPHD_668946_1 & 2024_ZPHD_668973_1.** Bid Submission Start Date (Online): **28.02.2024 at 05:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **07.03.2024 up to 11:30 AM.** Bid Opening Date for Technical Proposals: **09.03.2024 at 12.00 PM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 2 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-19/GG-I/SL.- 01/2023-24 & Memo No.: GG-I/95/1-16 & WB/BWN/NIT-20/GG-I/SL.- 01/2023-24 & Memo No.: GG-I/96/1-16, Date: 29.02.2024. Tender ID : 2024_ZPHD_678578_1 & 2024_ZPHD_678594_1.** Bid Submission Start Date (Online): **02.03.2024 at 04:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **09.03.2024 up to 05:30 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals: **12.03.2024 at 12.00 PM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Repairing of B.T. Road at William Carry from Quarter No. 157 to Quarter No. A/259 & Construction of Concrete Road at William Carry from Quarter No. 320 to Quarter No. A/259 and near William Carry Helath Centre, within Ward No.- 03, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-461/23-24
Tender ID : 2024_MAD_678596_1 • Estimated Amount : Rs. 10,60,529/-
2) Name of the Work: Renovation of existing illumination system at G+5 Mangalik Building, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-83/2023-24
Tender ID : 2024_MAD_678634_1 • Estimated Amount : Rs. 27,49,000/-
3) Name of the Work: Augmentation of 1 No. clariflocculator at 15 MGD Water Treatment Plant (Angadpur), under DMC area. (Only for assessment of Rates of non schedule items).
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/EOI-182/23-24
Tender ID : 2024_MAD_678759_1
Last Date : 18th March 2024, up to 05:00 pm
4) Name of the Work: Supply, Installation, Testing & Commissioning (including maintenance for 5 years) of One number 15 Passenger Elevators (Lift) at Suhatta Commercial Complex, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/EOI-84/23-24
Tender ID : 2024_MAD_678706_1
5) Name of the Work: Supply, Installation, Testing & Commissioning (including maintenance for 5 years) of One number 8 Passenger Elevators (Lift) at Suhatta Commercial Complex, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/EOI-84/23-24
Tender ID : 2024_MAD_678706_2
6) Name of the Work: Supply, Installation, Testing & Commissioning (including maintenance for 5 years) of One number 6 Passenger Elevators (Lift) at Suhatta Commercial Complex, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/EOI-84/23-24
Tender ID : 2024_MAD_678706_3
Last Date : 25th March 2024, up to 05:00 pm
7) Name of the Work: Construction of Public Toilet at Akbar Road Market area, Ward No.- 09, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-393/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_678549_1 • Estimated Amount : Rs. 7,30,936/-
8) Name of the Work: Repairing of Building for Hindi Vasa Community and Construction of Fencing at Ward No.- 09, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-390/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_678566_1 • Estimated Amount : Rs. 5,00,006/-
9) Name of the Work: Repairing of SSK-49 and Construction of a Kitchen Room and Boundary Wall at SSK-49 at Faridpur Ward- 33, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-388/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_678579_1 • Estimated Amount : Rs. 5,89,588/-
10) Name of the Work: Construction of Concrete Road at Promod Nagar Street No.- 7 from Nur Mahamad House to Kanchan Dey House within Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-389/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_678591_1 • Estimated Amount : Rs. 5,33,657/-
11) Name of the Work: Improvement of illumination with Steel Tubular Pole & LED light at Khudiram Sporting Ground, under Ward No.- 21 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-109/23-24
Tender ID : 2024_MAD_678608_1 • Estimated Amount : Rs. 5,16,642/-
12) Name of the Work: Extension of LT/OH distribution with ACSR Conductor & Fixing of LED Street Light Fittings at Angadpur Industrial Area (DCL) under Ward No.- 38 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-87/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_678769_1 • Estimated Amount : Rs. 6,78,040/-
Last Date : 11th March 2024, up to 05:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 261, KOLKATA, SUNDAY
3 MARCH 2024, PAGE 8

কলকাতা ৩ মার্চ ২০২৪

‘একটি সংস্করণে খেলবেন, অন্যটি পারবেন না, এটা বলার সুযোগ নেই’: সৌরভ গাঙ্গুলী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঈশান কিষান ও শ্রেয়াস আইয়ারকে নিয়ে তোলপাড় চলছে ভারতের ক্রিকেটে। রঞ্জি ট্রফি না খেলায় দুই ক্রিকেটারকে নিজেদের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে ইএসপিএন ক্রিকইনফো গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত প্রতিবেদনে অন্য দাবিও করেছে। চলতি ভারত,ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে খেলার জন্য কিষানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বিসিসিআই। কিন্তু কিষান নাকি খেলতে রাজি হননি।

কিষান ও আইয়ার ফিট ছিলেন এবং জাতীয় দলের খেলাও ছিল না। এমন অবস্থায় তাঁরা নিজ নিজ রাজ্য দলের হয়ে না খেলায় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে ঘটনা যেটাই হোক, আসল ব্যাপার হলো দুজনেই লাল বলের ক্রিকেট খেলতে অনাগ্রহ দেখিয়েছেন। কিষান ও আইয়ারের ব্যাপারে সৌরভ বলেছেন, সম্ভবত এই প্রথম লাল বলের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে অসম্মতি জানাল কেউ। হাতে সময় থাকলে জাতীয় দলের সবাই ঘরোয়ায় খেলেন বলে দাবি করেন সৌরভ। এ প্রসঙ্গে তাঁকে বলা হয়েছিল,

আইপিএল সামনে রেখে ভারতের তরুণ ক্রিকেটারদের প্রজন্ম সম্ভবত সাদা বলের খেলাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। যদিও ভারতের টেস্ট দলে খেলার সুযোগটাও কিন্তু সবাই পায় না...।

সৌরভের উত্তর, ‘ওরা দুজনেই লাল ও সাদা বলের ক্রিকেট খেলতে পারে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের পাশাপাশি আইপিএল ক্যারিয়ারও বড় হবে তাতে। দুটির সূচি তো আর সাংঘর্ষিক না। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট শেষ হওয়ার পর আইপিএল শুরু হতে মাঝে প্রায় এক মাস সময় থাকে। তাই আমি কোনো সমস্যা দেখি না। অনেক উঁচু মানের খেলোয়াড় টেস্টের পাশাপাশি সাদা বলেও খেলেন।’

সৌরভ এ বিষয়ে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুলদের উদাহরণও টেনেছেন। এরপর অন্য দেশের ক্রিকেটারদের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, ‘মিচেল মার্শ অস্ট্রেলিয়ার লাল বলের প্রধান ক্রিকেটার। হ্যারি ব্রুক লাল বলের ক্রিকেট খেলে। ডেভিড ওয়ার্নার প্রচুর টেস্ট খেলে এবং সে কিন্তু সাদা বলেও অন্যতম সেরা। এমনকি আমাদের সময়েও শচীন (টেন্ডুলকার), রাহুল (দ্রাবিড়) এবং আমি টেস্টের পাশাপাশি সাদা বলেও খেলেছি। তাই এ কথা বলার সুযোগ নেই যে একটি সংস্করণে খেলবেন, অন্যটি পারবেন না।’

আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্বে আছেন সৌরভ। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল রঞ্জি ট্রফির পারফরম্যান্সকে কতটা মূল্যায়ন করে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। সৌরভ জানিয়েছেন, রঞ্জি থেকে সাদা বলের ক্রিকেট;সবকিছুই বিবেচনা করা হয়। ভারতের তরুণ ক্রিকেটাররা রাজ্য দলে ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট’,এর ব্যাপারও সামনে টেনে এনেছেন। অর্থাৎ, প্রচুর খেলার চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন তরুণেরা। সে জন্য বেছে বেছে খেলার ভাবনাটা আসছে।

কিন্তু সৌরভ এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি, ‘সত্যি বলতে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটি ফাস্ট বোলারদের জন্য। ব্যাটসম্যানদের এটা কেন দরকার হবে? বুমরার বিশ্রামের ব্যাপারটা মানা যায়। জেমস অ্যান্ডারসনও ১৬০টির বেশি (আসলে ১৮৬টি) টেস্ট খেলেছে। তাহলে ক্যারিয়ারের শুরুতে কোন ওয়ার্কলোড সামলানোর কথা বলা হচ্ছে? আমি এখনো মনে করি, ভারতীয় ক্রিকেটের মান অসাধারণ।’

সৌরভ যেহেতু দিল্লির ক্রিকেট পরিচালক, তাই ঋষভ পন্তের প্রসঙ্গও উঠেছিল। ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার পর সুস্থ হয়ে এবারের আইপিএল দিয়ে মাঠে ফিরবেন পন্ত। দিল্লির অধিনায়ক হিসেবে মাঠে ফেরার কথা থাকলেও মৌসুমের প্রথমভাগে তিনি উইকেটকিপিং করবেন না।

সৌরভ তাঁকে নিয়ে বলেছেন, ‘জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি (এনসিএ) ওকে ৫ মার্চ খেলার ছাড়পত্র দেওয়ার পর আমরা অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলব। ওর বিষয়ে সাবধানতার সঙ্গে এগোচ্ছি। কারণ, সামনে অনেক লম্বা ক্যারিয়ার পড়ে আছে। আর উইকেটকিপিংয়ে কুমার কুশাগ্রা আছে। রিকি ভুইয়ের মৌসুমও ভালো কেটেছে। এ ছাড়া শাই হোপ ও ক্রিস্তান স্টাবসও আছে।’

২২ মার্চ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের মুখে মুখি হবে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। পরদিনই পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে দিল্লি ক্যাপিটালসের অভিযান।

পরের টেস্টে ব্যর্থ হলেই বন্ধ হবে জাতীয় দলের দরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে তিনটি ম্যাচে খেলেছেন রজত পটীদার। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল পারফরম্যান্সের সুবাদে সুযোগ পেয়েছিলেন টেস্ট দলে। কিন্তু ব্যাটে রান পাচ্ছেন না। তিনটি টেস্ট খেলা ব্যাটারকে প্রথম একাদশ থেকে বাদ দেওয়ার দাবি উঠেছে। তবু পটীদারের উপরই আস্থা রাখতে চাইছেন রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড়েরা।

এখনও পর্যন্ত ছ’টি টেস্ট ইনিংসে পটীদার যথাক্রমে করেছেন ৩২, ৯, ৫, শূন্য, ১৭ এবং শূন্য। টানা ব্যর্থতার পরেও কেন তাঁকে খেলানো হবে? প্রশ্ন স্বাভাবিক। প্রথমে ঠিক ছিল পটীদারের জায়গায় প্রথম একাদশে ফিরবেন লোকেশ রাহুল। আর পটীদারকে ছেড়ে দেওয়া হবে মধ্যপ্রদেশের হয়ে রঞ্জি ট্রফির জন্য। রাহুলের চোট ঠিক না হওয়ায় কার্যত নিরুপায় রোহিত, দ্রাবিড়েরা। ধর্মশালা টেস্টে তাই পটীদারের উপরেই ভরসা করতে হচ্ছে তাঁদের। সূত্রের খবর, তাঁকে প্রথম একাদশে রাখা হবে শর্তসাপেক্ষে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, ভারত-ইংল্যান্ড পঞ্চম টেস্টে উল্লেখযোগ্য কিছু

করতে না পারলে আপাতত পটীদারের সামনে জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন, ‘‘দল চাইছে পটীদারকে আর একটা সুযোগ দিতে। রোহিত, দ্রাবিড়দের মতে পটীদার যথেষ্ট প্রতিভাবান ক্রিকেটার। ওর রান পাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমরা সিরিজ জিতে গিয়েছি। তাই দল চাইছে আরও একটা সুযোগ ওকে দিতে।’’ পটীদার কত দিনে রান পাবে, সে জন্য জাতীয় নির্বাচকেরা অবশ্য অপেক্ষা করতে রাজি নন। বোর্ড সূত্রে খবর, ধর্মশালা টেস্ট পটীদারের জন্য বড় পরীক্ষা হতে চলেছে। তেমন কিছু করতে না পারলে আপাতত জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ রাহুল এবং বিরাট কোহলি দলে ফিরবেন। স্বাভাবিক ভাবেই মিডল অর্ডারের সমস্যা মিটে যাবে। সে ক্ষেত্রে আগামী বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে আবার প্রমাণ করে দলে ফিরতে হবে পটীদারকে। তরুণ ব্যাটারকেও বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফের বদলি এমবাপ্পে, বেঞ্চ ছেড়ে বসলেন মায়ের পাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কদিন আগেই কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ছাড়া দলকে অভ্যস্ত হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। পিএসজির সর্বশেষ তিন ম্যাচেও পুরো ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ পাননি ফরাসি তারকা। বোঝাই যাচ্ছে, এমবাপ্পেকে ছাড়া দলকে অভ্যস্ত করে তোলার প্রক্রিয়াটা এখনই শুরু করে দিয়েছে পিএসজি কোচ। কিন্তু কাজটা যে খুব কঠিন, তা এই তিন ম্যাচের ফল দেখলেই বোঝা যায়।

তিন ম্যাচের দুটিতে ড্র করেছে পিএসজি। আর নঁতের বিপক্ষে ২-০ গোলে জেতা ম্যাচে বদলি নেমে গোল করে দলকে নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন এই এমবাপ্পেই। আর সর্বশেষ গতকাল রাতে মোনাকোর বিপক্ষেও প্রথমার্ধ শেষে তুলে নেওয়া হয় এই ফরোয়ার্ডকে। আর শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচটি গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ করেছে পিএসজি।

শুধু পিএসজিই নয়, এমবাপ্পে নিজেও হয়তো ধীরে ধীরে দলের সঙ্গে সম্পর্কের সুতোটা আলগা করে নিচ্ছেন।

গতকাল যেমন বিরতির পর বদলি হয়ে দলের সঙ্গে বেঞ্চে বসেননি বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। একটি ভিডিওতে তাঁকে দেখা যায় ফোনে কথা বলতে বলতে টানেল দিয়ে বেরিয়ে আসছেন। এরপর ভক্তদের সঙ্গে সেলফি তুলতে এবং অটোগ্রাফ দিতেও দেখা গেল তাঁকে। এ সময় দলের সঙ্গে বেঞ্চে না বসে স্ট্যান্ডে গিয়ে মায়ের পাশে বসেন এমবাপ্পে।

ম্যাচ শেষে এমবাপ্পেকে তুলে

নেওয়া প্রসঙ্গে পুরোনো কথাই নতুন করে আবার বলেছেন পিএসজি কোচ এনরিকে, ‘এটা শতভাগ কোচের সিদ্ধান্ত। কারণ, আগে পরে আমাদেরকে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ছাড়াই খেলার ব্যাপারে অভ্যস্ত হতে হবে। আমি দলের ভালোর জন্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

এর আগে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে স্প্যানিশ সংবাদ মার্কা জানায়, আরও দুই সপ্তাহ আগে রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন এমবাপ্পে। এমনকি পিএসজি কর্তৃপক্ষকেও নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই খবর সামনে আসার পর থেকেই মূলত পিএসজিতে গুরুত্ব হারিয়েছেন এই তারকা খেলোয়াড়। যদিও এমবাপ্পেকে ছাড়া মানিয়ে নিতে পিএসজির বেগ পেতে হবে সেটি ম্যাচের ফলেই স্পষ্ট।

গতকাল মোনাকোর সঙ্গে ড্রয়ের পরও অবশ্য পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান সুরক্ষিত রেখেছে পিএসজি। ২৪ ম্যাচে পিএসজির পয়েন্ট ৫৫। আর এক ম্যাচ কম খেলে দুইয়ে থাকা ব্রেস্তের পয়েন্ট ৪৩। তিনে থাকা মোনাকোর পয়েন্ট ২৪ ম্যাচে ৪২। পিএসজি পরের ম্যাচ খেলবে চ্যাম্পিয়নস লিগে। মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে রিয়াল সোসিয়েদাদের মাঠে আতিথ্য নেবে তারা। এর আগে প্রথম লেগে নিজেদের মাঠে ২-০ গোলে জিতেছিল পিএসজি। সেদিন গোল করেছিলেন এমবাপ্পেও। এখন ফিরতি লেগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এমবাপ্পেকে এনরিকে কীভাবে ব্যবহার করেন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

‘দলের তিন বিদেশিই গোলে, ফিরতি ডার্বি জিতবই’, হুঙ্কার মোহনবাগানের পেত্রাতোসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলের প্রথম ডার্বিতে ২-২ ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তাঁর পায়েই হারতে থাকা ম্যাচ ড্র করেছিল মোহনবাগান। সেই দিমিত্রি পেত্রাতোস হুঙ্কার দিচ্ছেন যে ফিরতি ডার্বি তাঁরা জিতবেনই। তারই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

ডার্বির আগের ম্যাচে জামশেদপুরকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে মোহনবাগান। পেত্রাতোস বাদে দলের বাকি দুই বিদেশি স্ট্রাইকার আর্মান্দো সাদিকু ও জেসন কামিংসও গোল করেছেন। স্ট্রাইকারেরা ফর্মে থাকলেও প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখচে চাইছেন না পেত্রাতোস। জামশেদপুরকে হারিয়ে আইএসএলের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পেত্রাতোস বলেন, ডার্বি সব সময়ই খেলতে ভাল লাগে। প্রচুর সমর্থক স্টেডিয়ামে আসে। আমাদের পক্ষে যা খুবই ভাল। এখন আমাদের ফের নিজেদের তরতাজা করে তুলতে হবে এবং ডার্বির প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করতে হবে। ওই ম্যাচ থেকেও আমরা তিন পয়েন্ট পাবই।

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে দলের তিন স্ট্রাইকারই গোল পাওয়ায় খুশি পেত্রাতোস। দলগত ফুটবলের সুফল পাচ্ছেন তাঁরা। পেত্রাতোস বলেন, আক্রমণের তিন খেলোয়াড়ই গোল পেয়েছে, এটা দারুণ ব্যাপার। কে আগে গোল করেছে বা কে পরে করেছে, সেটা বড় কথা নয়। যে কোনও গোলই মূল্যবান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই তিনটে গোল আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা

বাড়িয়ে দিয়েছে।

আগের ম্যাচে মোহনবাগানের তিনটি গোলেরই অ্যাসিস্ট এসেছে মনবীর সিংহের পা থেকে। তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত পেত্রাতোস। সতীর্থের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মনবীর সত্যিই দারুণ খেলেছে। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য যে একটাও গোল করতে পারেনি। তবে শুধু মনবীর নয়, সবাই ভাল খেলেছে এই ম্যাচে। তাই সব দিক থেকেই ভাল হয়েছে আমাদের। আর এক সতীর্থ সম্পর্কেও যথেষ্ট প্রশংসা শোনা গিয়েছে পেত্রাতোসের গলায়। তিনি জনি কাউকো। ফিনল্যান্ডের এই অভিজ্ঞ মিডফিল্ডারকে নিয়ে পেট্রাতোস বলেন, এর আগেও এই লিগে খেলে গিয়েছে কাউকো। তাই ও কত ভাল খেলোয়াড়, তা আমরা জানি। ও গ্রেট প্লেয়ার। তাই ওকে দলে পাওয়াটা আমাদের পক্ষে খুবই ভাল খবর।

এবার খাজাকে ব্যাট থেকে সরাতে হলো ঘুঘুর স্টিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: উসমান খাজা যে ব্যাট নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন, তাতে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু ইনিংসের মাঝপথে ব্যাট পরিবর্তন করতে গিয়ে বেঁধেছে বিপত্তি। পরিবর্তিত ব্যাটে ছিল একটি ঘুঘু পাখির স্টিকার।

ঘুঘুটি একটি জলপাই গাছের শাখায় বসে আছে;স্টিকারটি ছিল এমন। বহুকাল আগে থেকেই মানুষ ঘুঘুকে শান্তি ও নির্মলতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। প্রাচীন গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীতেও এর উল্লেখ আছে। এটিকে এখন মানবাধিকারের প্রতীকও মনে করা হয়।

কিন্তু আইসিসির আইন অনুযায়ী, অনুমতি ছাড়া খেলোয়াড় এবং ম্যাচ অফিশিয়াল বার্তাসংবলিত কোনো পোশাক ও সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারবেন না। তাই স্টিকারটি ব্যাট থেকে সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হন খাজা। নিউজিল্যান্ড,অস্ট্রেলিয়ার ওয়েলিংটন টেস্টের তৃতীয় দিনে সকালের সেশনে এই ঘটনা ঘটেছে। নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে গতকাল ২ উইকেটে ১৩ রান তুলে দিন শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। খাজা অপরাজিত ছিলেন ৫ রানে। ৩৭ বছর বয়সী ওপেনার কাল যে ব্যাট দিয়ে খেলেছেন, আজও সেটা নিয়েই নেমেছিলেন।

কিন্তু ১৯তম ওভারে সেই ব্যাটে চিড় ধরলে নতুন ব্যাট চেয়ে পাঠান খাজা। একাদশের বাইরে থাকা ম্যাট রেনশ খাজার কিট ব্যাগ থেকে একাধিক ব্যাট নিয়ে মাঠে যান। সেখান থেকে তিনি একটি ব্যাট বেছে নেন। কিন্তু তাতে ঘুঘুর স্টিকার

থাকায় ব্যাটিং চালিয়ে যেতে পারতেন না। বাধ্য হয়ে স্টিকারটি তুলে ফেলেন।

নতুন ব্যাট দিয়ে খেলতে নেমে বেশি দূর এগোতে পারেননি খাজা। মধ্যাহ্ন বিরতির আগে অফ স্পিনার গ্লেন ফিলিপসের বলে চড়াও হতে গিয়ে ব্যক্তিগত ২৮ রানে স্টাম্পড হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসও বেশি দূর এগোয়নি। পার্ট টাইমার ফিলিপসেরই ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ে (৫/৪৫) সফরকারীরা ১৬৪ রানে অলআউট হয়ে নিউজিল্যান্ডকে জয়ের ৩৬৯ রানের লক্ষ্য দেয়। খাজার সঙ্গে আইসিসির মতবিরোধ নিকট অতীত। এর শুরুটা গত বছর ডিসেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংসতায় প্রতিবাদমুখর হন খাজা। ফিলিস্তিনিদের প্রতি আকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্টে স্লোগানসংবলিত জুতা পরে খেলতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার। জুতায় লেখা ছিল ‘স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার’ ও ‘সবার জীবনই গুরুত্বপূর্ণ’।

কিন্তু বিষয়টিকে ‘রাজনৈতিক’ ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে খাজাকে স্লোগানসংবলিত লেখা নিয়ে খেলার অনুমতি দেয়নি আইসিসি। বাধ্য হয়ে সাদা টেপ দিয়ে স্লোগান দুটি ঢেকে রাখতে হয় তাঁকে। পরে খাজা কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলতে নামেন। এতেও আপত্তি তোলে আইসিসি।

মেলবোর্নে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামার আগে আবার আলোচনায় আসেন খাজা। এবার কোনো স্লোগান বা কালো বাহুবন্ধনী নয়, নিজের ব্যাটে ও জুতায় শান্তির প্রতীক পায়রার স্টিকার লাগিয়ে বক্সিং ডে টেস্ট খেলার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু খাজাকে সেই অনুমতিও দেয়নি আইসিসি।

সতীর্থ মারনাস লাবুশেনকে ধর্মীয় প্রতীক ইগলের স্টিকার পরে খেলার অনুমতি দেওয়া হলেও শান্তির প্রতীক পায়রায় আইসিসির আপত্তি কেন;এ নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন খাজা। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার এমন দ্বিচারিতার সমালোচনা করেছিলেন তিনি।

সে ঘটনায় আইসিসি খাজার বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছিল এবং ন্যূনতম শাস্তি হিসেবে ভর্ৎসনাও করেছিল। খাজা আপিল করলেও আইসিসি তাঁর সব যুক্তিতর্ক প্রত্যাখ্যান করে শাস্তি বহাল রাখে।

ফিলিপসের ক্যারিয়ার-সেরা বোলিংয়ের পর চ্যালেঞ্জের মুখে নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্লেন ফিলিপস কী পারেন না! ছিলেন মূলত উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। কিন্তু দলে উইকেটকিপারের আধিক্যের কারণে ভূমিকা বদলে ফেলেছেন। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি চতুর ফিল্ডিংয়ে রান বাঁচানোর কাজ তো করেনই; প্রয়োজনে ‘পার্টটাইমার’ তকমা তুলে রেখে টানা বোলিংও করতে পারেন।

হঠাৎ ‘আচরণ’ বদলানো ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভের পিচে নিউজিল্যান্ডের প্রয়োজনেই আজ তৃতীয় দিনে টানা ১৬ ওভার বল করেছেন ফিলিপস। তাঁর অফ স্পিনেই ব্যাটিংয়ে ধস নেমেছে অস্ট্রেলিয়ার। সফরকারীরা দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়েছে ১৬৪ রানে। ফিলিপস নিয়েছেন ৫ উইকেট। এটি তাঁর ক্যারিয়ার,সেরা তো বটেই, গত দেড় যুগে ঘরের মাঠে কোনো কিউই স্পিনারের সেরা বোলিং।

এরপরও খুব একটা স্বস্তিতে নেই নিউজিল্যান্ড। স্বাগতিকদের ৩৬৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। টিম সাউদির দল আজ ৩ উইকেটে ১১১ রান তুলে দিনের খেলা শেষ করেছে। জিততে দরকার আরও ২৫৮ রান।

লক্ষ্যটা ছুঁতে হলে ঘরের মাঠে টেস্টে সর্বোচ্চ রান তাড়ার পাশাপাশি নিজেদের ইতিহাসেও রেকর্ড লক্ষ্য তাড়া করতে হবে নিউজিল্যান্ডকে। নিউজিল্যান্ডে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে টেস্ট জয়ের রেকর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ১৯৬৯ সালে অকল্যান্ড টেস্টে গ্যারি সোবার্স-ক্লাইভ লয়েডদের পরাক্রমশালী দলটি ৩৪৫ রানের লক্ষ্য টপকে গিয়েছিল। নিউজিল্যান্ড সর্বোচ্চ ৩২৪ রান তাড়া করে টেস্ট জিতেছে ১৯৯৪ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চে।

তবে বেসিন রিজার্ভে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটা নিউজিল্যান্ডেরই। ২০১৭ সালের সেখানে টেস্টের শেষ দিনে বাংলাদেশের দেওয়া ২১৭ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেন কেইন উইলিয়ামসন,রস টেলররা। প্রথম ইনিংসে যথেষ্ট রান (৫৯৫/৮) হয়েছে ভেবে ডিক্লেয়ার দিয়েছিলেন বাংলাদেশের সে সময়ের অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম।

বেসিন রিজার্ভের উইকেট সবুজাভ হলেও কাল দ্বিতীয় দিন থেকেই স্পিন ধরতে শুরু করে। অস্ট্রেলিয়ান অফ স্পিনার নাথান লায়ন ইনিংসের সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়ে সেটাই দেখিয়েছেন। লায়নের ঘূর্ণিতে প্রথম ইনিংসে ১৭৯ রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড।

সেটা বুঝতে পেরে আজ নিউজিল্যান্ডও ‘কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা’র কাজটা করেছে। বল একটু পুরোনো হতেই অধিনায়ক সাউদি বোলিংয়ে এনেছেন ফিলিপসকে। তবে দিনের প্রথম উইকেটটা এনে দিয়েছেন পেসার ম্যাট হেনরি। আগের দিন পড়ন্ত বিকেলে নামা টেলএন্ডার লায়ন আজ শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে থাকেন। ইনিংসের ১৬তম ওভারে হেনরি লায়নকে যখন ইয়াংয়ের ক্যাচ

বানিয়ে ফেরান, ততক্ষণে তিনি ৪১ রান করে ফেলেছেন। ফিলিপস তখনো বোলিংয়ে আসেননি।

ইনিংসের ২১তম ওভারে প্রথমবার হাত ঘোরাতে আসা ফিলিপস প্রথম শিকার করেছেন উসমান খাজাকে দিয়ে। মধ্যাহ্ন বিরতির আগে তাঁর ওপর চড়াও হতে গিয়ে স্টাম্পড হন খাজা। এরপর একে একে ফিরিয়েছেন প্রথম ইনিংসে বীরোচিত সেঞ্চুরি করা ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ ও অ্যালেক্স ক্যারিকে। পরে বোলিংয়ে ফিরে প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্ককে তুলে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ‘লেজ ছেঁটে দেন’ হেনরি।

৩৬৯ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে নিউজিল্যান্ড। ৫৯ রানের মধ্যে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যান টম ল্যাথাম, উইল ইয়াং ও কেইন উইলিয়ামসনকে হারায় স্বাগতিকেরা। ৩ উইকেটই নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনাররা; লায়ন দুটি আর হেড একটি। তবে চতুর্থ উইকেটে জুটি বাঁধা রাচিন রবীন্দ্র ও ড্যারিল মিচেল দলের আর কোনো ক্ষতি হতে দেননি। দুজন মিলে ৫২ রান যোগ করে অবিচ্ছিন্ন আছেন। রবীন্দ্র টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি পেয়েছেন।

নিজেদের টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জিততে আগামীকাল রবীন্দ্র,মিচেলের পাশাপাশি ফিলিপসের ব্যাট থেকেও নিশ্চয় বড় কিছুর আশা করবে নিউজিল্যান্ড।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
অস্ট্রেলিয়া ৩৮৩ ও ৫১.১ ওভারে ১৬৪
(লায়ন ৪১, গ্রিন ৩৪, হেড ২৯, খাজা ২৮; ফিলিপস ৫/৪৫, হেনরি ৩/৩৬, সাউদি ২/৪৬)
নিউজিল্যান্ড ১৭৯ ও ৪১ ওভারে ১১১/৩
(রবীন্দ্র ৫৬*, ইয়াং ১৫, মিচেল ১২*; লায়ন ২/২৭, হেড ১/১০)
৩য় দিন শেষে

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**